জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নয়া চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হল কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান হিসেবে এগরার বিধায়ক তরুণ মাইতির নাম ঘোষণা করা হয়। ভাইস চেয়ারম্যান তরুণ জানা

হাওয়া বদল

সোমবার থেকেই হাওয়াবদল। উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দক্ষিণে বাড়বে তাপমাত্রা। থাকবে কুয়াশার দাপটও। কয়েকটি দিন মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

আঁটসাঁট নিরাপত্তায় আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা

আজ থেকে শুরু বিধানসভা বুধবার পেশ হবে রাজ্য বাজেট

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৬৪ ● ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ২৭ মাঘ ১৪৩১ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 264 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 10 FEBRUARY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বইমেলায় বেস্ট সেলার মুখ্যমন্ত্রীর বই ■ স্টল পেল সেরার সেরা পুরস্কার

জাগোবাংলার জয়জয়কার

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় তৈরি মণ্ডপ। বইমেলায় সেরার সেরার স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিল জাগোবাংলা। বেস্ট সেলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই। শেষদিনেও মুখ্যমন্ত্রীর বই কিনতে জনজোয়ার বইমেলার জাগোবাংলা স্টলে। শুধু বাংলা নয়, ভিনরাজ্য থেকেও জাগোবাংলা স্টলে ভিড় জমিয়েছিলেন বইপ্রেমীরা। এমনকী সুদূর ইজরায়েল থেকেও বইপ্রেমী এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বই সংগ্রহে।

শেষদিনে রেকর্ড ভিড়। সবাই উলটে দেখতে চায় বইয়ের মলাট, প্রিয় লেখকের বই সংগ্রহ করতে তৎপরতা। নতুন ছাপার গন্ধ আর ব্যাগের মধ্যে তা ভরে নেওয়ার অনাবিল আনন্দ। সফল বইমেলার শেষদিনে এটা যদি সার্বিক চিত্র হয়, তাহলে সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু নিঃসন্দেহে জাগোবাংলা স্টল।

■ মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনায় নজরকাড়া স্টলকে সেরার সেরা পুরস্কার।

■ বইমেলা শেষ। জাগোবাংলা স্টলে উপচে পড়া ভিড় বইপ্রেমীদের। — শুভেন্দু চৌধুরি

মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনায় তৈরি এই স্টল সেজে উঠেছিল গ্রাম বাংলার থিমে। মাটির বাড়ি, গাছগাছালি আর সেখানে কুলুঙ্গিতে বই সাজানো থরে থরে। সেখানেই মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। আর সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর বইয়ের টানে হাজির ইজরায়েলের ইয়াহাফ। সংগ্রহ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মাদারল্যান্ড বইটি। প্রমাণিত লেখক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাহিদা দেশের চৌহদ্দি পেরিয়ে বহুদূর বিস্তৃত। ইয়াহাফকে বই বিক্রি করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বইয়ের আগ্রহী ক্রেতাকে এরপর তৃণমূল (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

শতাব্দী

শূন্য বনে শতদল একাই সুন্দর
লাবণ্য নিরালয় সে আপনতায় মধুর
নব্য শতাব্দীর শুরুতেই শতাব্দী মুখর
সাধু শতাব্দী, কাব্যবৃক্ষ নয় তো সুদূর।

জীবনীশ্রয়ী জীবন গ্রন্থে জীবন জীবনাঞ্জলি
শতক চলে যায় আবার আসে নূতন শতাঞ্জলি
বিশ্ববাসী আগলে রাখে সেরা বিশ্বাঞ্জলি
পুরনো দিন পুরনো হলেও, হয় না গীতাঞ্জলি।

চেতনাস্পন্দন চেতনা হারিয়ে হয় যে চিত্রকর
বাতানুকূলের বাতায়নে হৃদয় হয় মন্থর
শ্বেত পদ্মর শুভ্রতায় আকাশ খুব মধুর
আকাশ-আকাশি, বাতাস-বাতাসি সুন্দর পুষ্কর।
এসো এসো এসো নব শতাব্দী নব্য লব্ধতায়
হারানো সুর সঞ্চারিত হোক শুভ্র বদান্যতায়
রূপসাগরের অরূপমাঝারে নূতন অরুণোদয়
দীপশিখা জ্বালো, দেখাও দেখাও নব্য অভ্যুদয়।

বিরাট সাফল্য পুলিশের, ৪৮ ঘণ্টায় ধৃত ২

প্রতিবেদন : নিউটাউনে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন। জলপাইগুড়িতে নাবালিকা ধর্ষণ। প্রথমে ৪৮ ঘণ্টা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যেই তৎপরতার সঙ্গে অভিযোগের কিনারা করল পুলিশ। দু'টি ক্ষেত্রেই পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত। নিউটাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত এক টোটোচালক। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনিবার রাতে ওই টোটোচালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ঘটনার কথা অস্বীকার করলেও জবাবে একাধিক অসঙ্গতি (এরপর ১১ পাতায়)

■ নিউটাউন-কাণ্ডে ধৃত সৌমিত্র রায়।

বহিরাগত নিয়ে আরজি করে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা রাম-বাম-অতিবাম নাটকবাজদের

প্রতিবেদন : আন্দোলনের নামে ফের একবার বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা বাম-অতিবাম নাটকবাজদের। কী আবদার! একটা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে প্রতিবাদ মিছিল করতে দিতে হবে! কেন্দ্রীয় বাহিনীও মানল না ওদের মামাবাড়ির আবদার। কেন্দ্রীয় বাহিনীই ঢুকতে বাধা দিল। তৃণমূল প্রশ্ন তুলল, কেন আবার নাটক? অভয়া মঞ্চের নামে আরজি করে অনেক বিশৃঙ্খলা হয়েছে, আর নয়।

আরজি করের ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর প্রতিবাদের নামে নানাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। হাসপাতালের পরিষেবাকে শিকেয় তুলে তথাকথিত আন্দোলনকারী কতিপয় চিকিৎসক বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথীর পয়সা লুটেছেন। এখন আবার তাঁরা চেষ্টা করছেন কীভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়। কিছু বাম, অতিবাম রাজনৈতিক নেতার আবদার, আরজি কর হাসপাতালে তাঁরা ঢুকতে চান মিছিল করে। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এ-প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানান, এই মিছিলকারীদের মধ্যে ডাক্তার কম, কমরেড-রামরেড বেশি। তাঁরা মামার বাড়ির আবদার করছেন আরজি করের ভেতরে সবাইকে ঢুকতে দিতে হবে! তাঁরা নাকি প্রোগ্রাম করবেন। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, এভাবে বহিরাগতরা হাসপাতালে ঢুকতে পারে না। ওরা কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছিল হাসপাতালে, সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীও বাধা দিচ্ছে নাটকবাজদের। এখন আবার তা নিয়েও নাটক করছে। আরএসএস, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সবাইকে ঢুকতে দিতে হবে? তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, আরজি করে যে চিকিৎসকদের মিছিল হচ্ছে, তাতে ক'জন চিকিৎসক আছেন? কয়েকজন নকশাল নেতা বড় বড় কথা বলছেন। বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকতে না দিয়ে ঠিক কাজ করেছে। হাসপাতালে (এরপর ১১ পাতায়)

■ বেআইনি আবদার। মিছিল নিয়ে ঢুকতে দিতে হবে আরজি কর হাসপাতালের মধ্যে। চক্রান্তকারীদের আটকে দিল বাহিনী। রবিবার। —দেবস্মিত মুখোপাধ্যায়

ইস্তফা বীরেনের

■ সুপ্রিম কোর্টে ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার আতঙ্ক? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ইম্ফলে ফিরেই ইস্তফা দিলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। অডিও টেপ বিতর্কে মণিপুরে জাতিগত হিংসায় প্রত্যক্ষ ইন্ধনের অভিযোগ উঠেছে বীরেনের বিরুদ্ধে। এই ইস্যুতে মামলা করেছে কুকি সংগঠন। (বিস্তারিত ভিতরে)

হত ৩১ মাওবাদী

■ ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদী ও পুলিশের সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৩৩ জনের। এদের মধ্যে রয়েছে ১২ শীর্ষ মাওনেতা-সহ ৩১ জন মাওবাদী। মৃত্যু হয়েছে ২ নিরাপত্তারক্ষীরও। আরও ২ নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন। রবিবার সকাল থেকে তল্লাশির পর উদ্ধার হয় মাওবাদীদের দেহ। (বিস্তারিত ভিতরে)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 February, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৪৭ নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত পশ্চিম গুজরার (নোয়াপাড়া) প্রাচীন জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। নবীনচন্দ্রের প্রথম কবিতা 'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' প্রকাশিত হয় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়। তখন তিনি এফএ শ্রেণির ছাত্র। তাঁর প্রথম বই 'অবকাশরঞ্জনী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৭৮ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালের ২৯ জানুয়ারি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫), রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৮৩) এবং প্রভাস (১৮৯৭)। শেষের কাব্য তিনটি আসলে একটি বিরাট কাব্যের তিনটি স্বতন্ত্র অংশ। তাঁর আত্মকথা আমার জীবন একটি উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য গ্রন্থ। তিনি 'ভানুমতী' নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন।

১৯৭৪ পাহাড়ী সান্যাল (১৯০৬-১৯৭৪) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হয়ে উঠতে পারতেন অতুলপ্রসাদ সেনের 'দিনু ঠাকুর' কিংবা ভারতীয় সঙ্গীত মহলের এক পণ্ডিত গাইয়ে। হতে পারতেন ভারতীয় সিনেমার দ্বিতীয় সায়গলও। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে হয়ে উঠলেন অনন্য এক অভিনেতা। প্রমথেশ বড়ুয়া, সায়গল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়দের সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগের এক কুশীলব। সময়টা গত শতাব্দীর তিনের দশক। অভিনয়দক্ষতা, দরাজ মন, গানের গলা, নবাবি মেজাজ সব মিলিয়ে পাহাড়ী ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। সন্দীপ রায়ের মনে পড়ে, "ওঁর একটা হুডখোলা ভক্সহল গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতে চড়ে উনি কলকাতা শহর ঘুরে বেড়াতেন। লার্জার দ্যান লাইফ পার্সোনালিটি ছিল।"

১৯৭৯ আয়াতুল্লা খোমেনির নেতৃত্বে এদিন ইরানে ইসলামি বিপ্লব সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়ে সেখানে পাহলভি রাজবংশের শাসনের অবসান হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসাবে ইরান আত্মপ্রকাশ করে। বিপ্লবের পর তাদের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয়।

১৯৩০ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) এদিন প্রয়াত হন। গবেষণা ও ইতিহাস চর্চার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এর জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উভয়বিধ উৎস থেকে তথ্যাবলি সংগ্রহ করেন। তিনি বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস, শিল্পকলা ও পটশিল্প সম্পর্কে গভীর ও প্রামাণিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ঐতিহাসিক চিত্র (১৮৯৯) শিরোনামে সিরাজউদ্দৌলা, মির কাসিম, রানি ভবানী, সীতারাম, ফিরিঙ্গি বণিক প্রমুখ ব্যক্তিকে নিয়ে ইতিহাস বিষয়ক প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুগপৎ তিনি বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থান, শিল্পকলা ও পটশিল্প সম্পর্কে তথ্যমূলক নিবন্ধও প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত গৌড়লেখমালায় তিনি কয়েকটি পাল তাম্রশাসন ও শিলালিপি বাংলা অনুবাদ-সহ সম্পাদনা করেন। এতে করে বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়।

২০১৬ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯১৮-২০১৬) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক। শিল্প উৎকর্ষের দিক দিয়ে তিনি প্রথম সারিতে। কিন্তু সবাক যুগ শুরু হওয়ার পরে বাংলা সিনেমার যা চরিত্রলক্ষণ হয়ে উঠল সেই গল্প বলার ক্ষমতা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রখর তৎপরতায় আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি একটি উত্তম কাহিনিকে শ্রুতি ও দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করাকেই জীবনের মূল পাথেয় ভাবতেন। তাঁর ষাট ও সত্তর দশকের ছবিতে সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের এক ধরনের আত্মপরিচয় নথিভুক্ত আছে। যে মধ্যবিত্ত দৈন্য ও দুঃখকে জানেন কিন্তু জীবনের অচরিতার্থতা তাঁকে স্পর্শ করে না, যে জীবনকে হঠাৎ ছুটির দুপুরের মতো গান ও হাসিকান্নার মধ্যেও খুঁজে পান, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তার জন্যেই বানিয়ে গিয়েছেন একের পর এক ছবি।

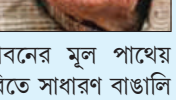

১৮৯৮ বারটল্ট ব্রেখটের (১৮৯৮-১৯৫৬) জন্মদিন। এই জার্মান নাট্যকারের অমর নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা', 'লাইফ অফ গ্যালেলিও', 'মিঃ ur পুন্তিলা অ্যান্ড হিজ ম্যান মাত্তি' ইত্যাদি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, বিশেষত গ্রুপ থিয়েটার ব্রেখটের বহু নাটকের বঙ্গীয়করণ দেখেছে। যেমন, 'তিন পয়সার পালা', 'পন্ত লাহা', 'পাঁচু ও মাসি' প্রভৃতি।

পার্টির কর্মসূচি

হাওড়ার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ও বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, উপমুখ্য পুর প্রশাসক সৈকত চৌধুরি ও দেবাংশু দাস, হাওড়া সদর তৃণমূলের সম্পাদক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সহ-সভাপতি পূর্ণেন্দু ঘোষ-সহ দলের আরও অনেকে। রক্তদান শিবিরে প্রায় ৬০ জন রক্তদান করেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১২৯০

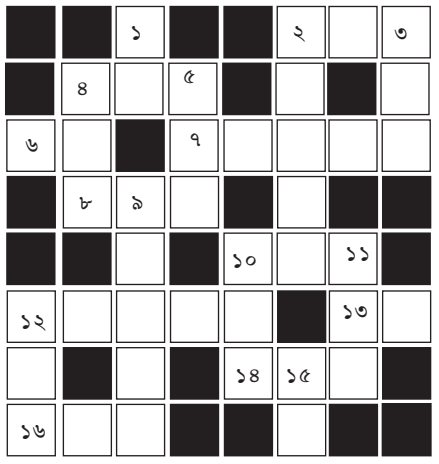

পাশাপাশি : ২. প্রেমাস্পদ ৪. লিপিকর জাতিবিশেষ, কায়স্থ ৬. এ ডাকে ধনপ্রাপ্তি! ৭. বোনা, বুনন ৮. সন্তাপ ১০. মুখমণ্ডল, বদন ১২. বরমাল্যদান ১৩. বানরদলের নেতা, গোদা ১৪. বৃদ্ধি ১৬. লঙ্কার অধিপতি রাবণ।

উপর-নিচ : ১. মাঝি, নাবিক ২. গিরিশচন্দ্র ঘোষের এক সামাজিক নাটক ৩. গ্রহণ ৪. সুযোগ, অধিকার ৫. সূর্য ৯. শ্রীকৃষ্ণের সন্তান ১০. অণুসম্বন্ধীয় ১১. তরুণ, তাজা ১২. প্রচলিত ১৫. স্থলপদ্মিনী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১২৮৯ : পাশাপাশি : ১. এত্তেলানামা ৪. ভাগ্যিস ৫. নিরন্তর ৬. কারসাজি ৮. তায়ফা ৯. হযবরল। **উপর-নিচ:** ১. এসপার ২. লাপ্পাস ৩. মামদোবাজি ৫. নিষ্পরিগ্রহ ৬. কামতাল৭. অভাব।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল মল্লিক

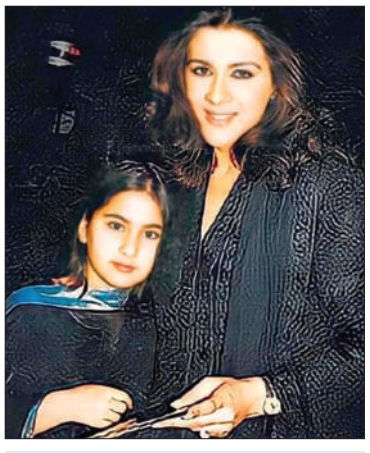

■ সারা আলি খান

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

10 February, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
সোমবার

বইমেলার শেষ দিনে জনজোয়ারে বাজিমাত ‘জাগোবাংলা’র

আজ শুরু মাধ্যমিক, প্রস্তুত প্রশাসন

প্রতিবেদন : আজ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু সকাল ১০.৪৫ মিনিটে। চলবে দুপুর ২টো পর্যন্ত। পড়ুয়াদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা যাতে নির্বিঘ্নে নেওয়া যায় সেজন্য ঢালাও ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। নিরাপত্তা নিয়ে কোনওরকম ফাঁক রাখেনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারির জন্য যেমন কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে তেমনই জেলা ও মহকুমা স্তরেও কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তারা ওই কন্ট্রোল রুম থেকে তদারকি করবেন। মালদা জেলার স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলির জন্য দু'জন করে ভেন্যু সুপারভাইজার মোতায়েন করা হয়েছে। এবারে পরীক্ষার্থীদের মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করবেন পরীক্ষকরা। বন দফতরও হাতির আতঙ্ক রয়েছে যেসব এলাকায় সেখানে ড্রোন এবং থার্মাল ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালাচ্ছে। এমনকী বেশকিছু জায়গায় পরীক্ষার্থীদের বন দফতরের গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাতায়াতের জন্য গণপরিবহণ ব্যবস্থা যাতে মসৃণ থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সকাল থেকেই রাস্তায় চলছে পরীক্ষা স্পেশাল বাস। রয়েছে বিশেষ ট্রেন এবং মেট্রো। বেসরকারি বাস অটো টোটোর মতো যানবাহন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে সে-ব্যাপারেও সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশাপাশি যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রাস্তায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনওরকম অসুবিধা হলে যাতে সহায়তা পান সেজন্য পুলিশের কিয়স্ক রাখা হচ্ছে। আজ সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সমস্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে রাশ টানা হয়েছে। চলতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৮৪,৭৫৩ জন। এর মধ্যে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০৩ ছাত্র, ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৫০ জন ছাত্রী। পরীক্ষা হবে ২৬৮৩টি কেন্দ্রে।

জেলাভিত্তিক ইউনিট, সিদ্ধান্ত ওয়েবকুপার

প্রতিবেদন: কলেজে পড়ানোর ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতির অভিযোগ যেন না আসে। অধ্যাপকরা যাতে সঠিক সময়ে কলেজে যান এবং যথাযথ ক্লাস নেন সে-বিষয়ে নির্দেশ দিলেন শিক্ষামন্ত্রী তথা ওয়েবকুপার চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু। রবিবার ওয়েবকুপার নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ব্রাত্য বসু। সেই বৈঠকেই কলেজে যাতে যথাযথ ক্লাস হয় সেই বিষয়ে অধ্যাপকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জানানো হয়েছে, প্রত্যেক জেলায় এবং কলেজে একটি করে ওয়েবকুপার ইউনিট তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই জেলা নেতৃত্বরা জেলা ইউনিটের জন্য নাম পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে ১৩ থেকে ১৪ সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে। তারা কলেজগুলোতে কীভাবে ক্লাস হচ্ছে, পড়ুয়াদের কোনওরকম সমস্যা হচ্ছে কি না সে-বিষয়ে নজর রাখবে। খুব শীঘ্রই এই ইউনিট তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

■ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির নবগঠিত ৩৫টি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি এবং রাজ্য ওয়েবকুপার অ্যাডহক কোর কমিটির বৈঠকে ব্রাত্য বসু। রবিবার দমদমের মমতাবাদী ভবনে।

সম্পাদকীয়

10 February, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মশকরার রাজনীতি

রবিবার আরজি কর হাসপাতালে ঢুকে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা। এর পিছনে কিছু বাম-অতিবাম-সহ বিরোধী দলের লোকেরা। দাবি, আরজি কর হাসপাতালের ভিতর মিছিল নিয়ে তাদের ঢুকতে দিতে হবে। সেখানে চিকিৎসক কম, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ভিড় বেশি। কিছু কমরেড, রামরেড চোখে পড়েছে। এ এক অদ্ভুত আবদার। সকলকে ঢুকতে দিতে হবে। প্রোগ্রাম করবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কারা চেয়েছিল? যারা ঢুকতে চেয়েছে তারাই চেয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনী বাধা দিয়েছে। তাই নিয়ে নাটক টিভি-ক্যামেরার সামনে। এক শ্রেণির মিডিয়ার ন্যক্কারজনক ভূমিকা। তারা বলছে, কেন বাধা? ভাবখানা এই রকম, গেট খুলে দেওয়া হবে, আর তারা হইহই করে ঢুকবে! কোন আন্দোলনকারী? ক'জন ডাক্তার রয়েছেন? ৭০ শতাংশ লোক বাইরের, শূন্যয় নেমে আসা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কর্মী। নকশাল, কংগ্রেস, বিজেপিকে ঢুকতে দিতে হবে? কোন দোষ করেছে বাহিনী বা পুলিশ? তাঁরা তো ঠিক কাজ করেছেন। বলছে বিচার চাই। কীসের বিচার? কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছিল ধর্ষক-খুনি সঞ্জয় রাইকে। সিবিআই তার তদন্তে তাকে মান্যতা দিয়েছে। ট্রায়াল কোর্টে বিচার হয়েছে। সাজা হয়েছে। যাবজ্জীবন হয়েছে। রাজ্য ফাঁসি চেয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট মনিটর করছে। এগুলো বিচার নয়? বিচার ছিনিয়ে আনব! উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা? বিচারকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা? কোর্ট তো সাজা দিয়েছে। রাজ্য ফাঁসি চেয়েছে। তখন বলা হচ্ছে ফাঁসি চাই না। এটা কোন ধরনের মশকরা? মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। মানুষের আবেগ নিয়ে ধান্দাবাজি করা হচ্ছে। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই মশকরার রাজনীতি এবার বন্ধ হোক। মানুষ নাটক দেখতে চাইছেন না।

e-mail থেকে চিঠি

২০২৬-এ ফিরে আসছেন মমতাই

বাংলার মানুষ তৃণমূলের উপর যেভাবে আস্থা, ভরসা, বিশ্বাস রেখে চলেছেন, তা আগামী দিনেও একইভাবে অটুট থাকবে। দিল্লির নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পর বিজেপি যখন উচ্ছ্বসিত, তখন তারা বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু অন্য রাজ্য নিয়ে ভাবিত নয় তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি কোথায় কী হল, সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের বিবেচ্য বিষয় নয়। দিল্লির বিষয় দিল্লিতে। বাংলায় ওসবের প্রভাবও নেই! লক্ষ করুন, দিল্লিতে বিজেপি ভোট পেয়েছে প্রায় ৪৫.৮ শতাংশ, আম আদমি পার্টি পেয়েছে ৪৩.৫০। ফারাক মাত্র ২.৩ শতাংশের। উল্টোদিকে কংগ্রেস ভোট পেয়েছে ৬.৩৬%। কংগ্রেস যদি নিজের ইগো ছেড়ে আপকে নিঃশর্ত সমর্থন দিত, তাহলে বিজেপি বিরোধী শক্তির ভোট হত ৫০ শতাংশ। যা বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জন্য যথেষ্ট হত। এভাবেই বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী ভোট কেটে বিজেপিকে সুবিধা করে দিয়েছে কংগ্রেস। সেইসঙ্গে রাহুল গান্ধী-মল্লিকার্জুন খাড়্গের দল দিল্লিতে শুধু শূন্যের হ্যাটট্রিকই করেনি, মোট ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টি আসনে জামানত জব্দও হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীদের। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র তথা প্রাক্তন সাংসদ সন্দীপকে এবার নয়াদিল্লি আসনে আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। জামানত হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন তিনি। কালকাজি আসনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অতিশি মার্লেনার বিরুদ্ধে লড়তে নেমে একই হাল প্রাক্তন আপ বিধায়ক তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলকা লাম্বারও। সুতরাং, বাংলায় কংগ্রেসের কোনও প্রভাব আগেও ছিল না, ২০২৬-এও থাকবে না।

— **শিবাজি চট্টোপাধ্যায়,**
সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এগোচ্ছে বাংলা

কন্যাশ্রী এখন বিশ্বশ্রী। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, পথশ্রী থেকে যুবশ্রী, প্রতিটি প্রকল্প মানুষের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছে। দেশের বাইরে বিদেশেও সমাদৃত। লিখছেন **ড. রূপক কর্মকার**

ভারতের জনসংখ্যার একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষের কাছে তাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার সামর্থ্যটুকু থাকে না। এই ধরনের মানুষের কাছে সামাজিক প্রকল্প জীবনদায়ী ওষুধের মতো কাজ করে। ২০০৫ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার জীবনদায়ী ওষুধের মতো কাজ করা প্রকল্প মনরেগা (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন) এর প্রবর্তন যুগান্তকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০০৫ সালে এনরেগা (ন্যাশলাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আইন) হিসেবে আইনটি পাশ হলেও ২০০৬ সালে তার পূর্ণতা পায় জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর নামানুসারে।

এই প্রকল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার জন্য ন্যূনতম কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। দূরদূরান্তে গ্রামগুলির মানুষের কাছে বেঁচে থাকার যেন রসদ ছিল এই প্রকল্পটি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ দেওয়া সরকারের দয়া নয়, বরং গরিব খেটে খাওয়া মানুষের পরিবারগুলি সরকারের কাছে দাবি করতে পারে এবং তাদের পরিশ্রমের বদলে বেতন পেতে পারে। এই প্রকল্পের একমাত্র লক্ষ্য বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ দেওয়া। ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিনের কাজ হলেও গরিব আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলো ৩৬৫ দিন এই আশায় বাঁচত যে সরকার তাদের অধিকারের ১০০ দিন কাজ দেবে। মনরেগার প্রধান উদ্দেশ্য শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়, উৎপাদনশীল সম্পদ তৈরি করে জীবিকা সংস্থানের ভিত্তি বৃদ্ধি করা, সাধারণ মানুষকে আরও সক্রিয়ভাবে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ঘটানো এছাড়া পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ। মনরেগা প্রকল্পের অধীনে কিছু এনটাইটেলমেন্ট থাকলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো কোনওক্রমে সেটা ভুলে গেছে বা কোনও এক অদৃশ্য শক্তি তাদের ভোলানোর চেষ্টা করছে। কিছু স্মরণীয় এনটাইটেলমেন্ট যেমন, জব কার্ডের অধিকার, ১৫ দিনের মধ্যে জব কার্ডে কাজের অধিকার, কাজ করার ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি পাওয়ার অধিকার। যখন সব কিছুই খাতায়-কলমে লিপিবদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। সেইসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় পদক্ষেপ 'কর্মশ্রী' প্রকল্প।

অলীক দুর্নীতির কারণ দেখিয়ে, দিনের পর দিন নানারকম কেন্দ্রীয় টিম পাঠিয়েও যখন কোনও উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি, তখন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমস্ত সাংসদ দিনের পর দিন ধরনা বা এই দফতর থেকে সে দফতর ছুটে ও পশ্চিমবঙ্গের গরিব সাধারণ মানুষের জন্য মনরেগার বকেয়া টাকা ফেরত আনতে পারেননি। তবে ভবিষ্যতে আন্দোলনের যে জয় হবে সেটা যুব সমাজের আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অচিরেই বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু মা-মাটি-মানুষের সরকারের যে কমিটমেন্ট, গরিব মানুষগুলোকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা তার জন্য বড় পদক্ষেপ 'কর্মশ্রী' প্রকল্প। ওই যে কথায় আছে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, সেই উপায় বাতলে দিলেন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভাবের সংসারে কীভাবে মানুষের পরিবারকে সচ্ছল রাখা যায় সেটার পথই হল 'কর্মশ্রী' প্রকল্প। একটু সুখের

আশায় সারাজীবন আমরা কষ্ট করে যাই। আর ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন সেটাই তো বাস্তব। গরিবের প্রকৃত বন্ধু যে আছে সেটা আমরা হয়তো ভুলে গেছি। আসলে যেই মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে বসে নিজের ছেঁড়া জুতো সেফটিপিন দিয়ে ঠিক করে আবার সেটি ব্যবহার করতে পারেন, এবং নিজের শীতবস্ত্রটি ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে সেফটিপিন দিয়ে জোড়া দিয়ে পরিধান করতে পারেন তাঁর কাছে এক-একটি টাকার মূল্য কতটা সেটা বলে বোঝানোর প্রয়োজন মনে হয় পড়বে না। সরকার তার সামর্থ্য অনুযায়ী ৫০-৬০ দিনের কর্মদিবস তৈরি করল যাতে অভাবী সংসারগুলো সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের সরকার ১০০ দিনের কাজে কর্মদিবস বাড়িয়ে নজির সৃষ্টি করেছিল। ১০০ দিনের কাজ যতই অদক্ষ শ্রমিকরা করুক না কেন, দীর্ঘদিন কেউ একই কাজের মধ্যে থাকলে তারা কেবল দক্ষই হয় না, অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। গ্রামের রাস্তা তৈরি, বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন ইত্যাদি তৈরিতে সেই অদক্ষ হাতই দক্ষ হয়ে পশ্চিমবঙ্গকে সাফ্যলের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে একটি আর্থিক বছরে জব কার্ডধারী পরিবারকে কমপক্ষে ৫০ দিনের মজুরির কর্মসংস্থান করা। মনরেগার বকেয়া মেটানোর জন্য রাজ্য সরকার ৩৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং পাওনা মিটিয়েছে। ইতিমধ্যে ১০ লাখের বেশি মানুষ এই কর্মশ্রী প্রকল্পে কাজ পেয়েছে তাতে ৫ কোটির বেশি কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। অদক্ষ শ্রমিককে দক্ষ তৈরি করতে ইতিমধ্যে ১০ লাখ যুবক-যুবতীকে বিনামূল্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। শহরের আর্থিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে। দক্ষ শ্রমিকের তৈরি কাজ শহরাঞ্চলের বুনিয়াদ মজবুত করবে এটাই বাস্তব। 'কর্মশ্রী' প্রকল্প ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু ৫০ দিনের কাজ দেওয়া হবে তাই নয়। বিভিন্ন কর্মতীর্থের মাধ্যমে বিনামূল্যে দোকান দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সারাবছর রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী মনরেগা প্রকল্পে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে সেরার সেরা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। কর্মসংস্থান হয়েছে কয়েক কোটি মানুষেরও বেশি যা অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেকটাই এগিয়ে। কর্মদিবস তৈরিতে পশ্চিমবঙ্গ নজির সৃষ্টি করেছিল, তারপরও এই প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ শূন্য। কিন্তু এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর মস্তিকপ্রসূত 'কন্যাশ্রী' এখন বিশ্বশ্রী। 'পথশ্রী' প্রকল্প হোক বা 'যুবশ্রী' প্রকল্প, প্রত্যেকটি প্রকল্প মানুষের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছে। প্রকল্পগুলি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে শুধু তাই নয়, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে। তার ফলস্বরূপ বাংলার একের পর এক প্রকল্পের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকরণ, সে 'কন্যাশ্রী' হোক বা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা বর্তমানে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, আগামী দিনেও যে বাংলা পথ দেখাবে তা অনুমেয়। 'কর্মশ্রী' প্রকল্প আরও একটি প্রকল্প যা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বসম্মানে ভূষিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়ার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও উপহার

লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান বাংলায় নতুন স্বপ্নের দিশারি মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী পরিকল্পনায় দেশের অন্যতম শিল্প-বান্ধব রাজ্য হয়ে উঠছে বাংলা। শিল্প প্রসারে প্রস্তুত বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার। লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলছে বাংলায়।

সম্প্রতি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এই বিপুল বিনিয়োগকে শিল্পে রূপান্তরিত করতে মুখ্যমন্ত্রী চটজলদি গড়েছেন সিনার্জি কমিটি। অনতিবিলম্বে শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে বাংলায় কর্মসংস্থানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য। তৃণমূলের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলায় শিল্প প্রসারের সেই বার্তাই তুলে ধরা হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুশাসনে বাংলায় একটা শ্রমদিবসও নষ্ট হয় না। রাজ্যকে শিল্প-বান্ধব করে গড়ে তুলতে সমস্তরকম পরিকল্পনা সেরে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ধর্মঘটমুক্ত পরিবেশ বাণিজ্যের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে রাজ্যে। অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ধর্মঘট মুক্ত পরিবেশের কথা তুলে ধরেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব বুঝে এবং মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনায় ভরসা রেখেই এবার বাণিজ্য সম্মেলনে বিপুল বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে নতুন করে। তা রাজ্যকে কর্মসংস্থানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছে অনেকটাই। যেমন, বীরভূমের জন্য বড় খবর দেউচা-পাঁচামি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা দেশের বৃহত্তম এই কয়লা খনিতে খননকার্যও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এবার ৪০টি দেশের ২০০ বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন বাণিজ্য সম্মেলনে। তাঁরা একের পর এক লগ্নি প্রস্তাব দিয়ে গিয়েছেন বাংলার জন্য। রিলায়েন্স গ্রুপের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। সেইমতো তিনি ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন বাংলার শিল্পে। জিও স্টোর, এআই সেন্টার, গ্রিন এনার্জি ও কেবল ল্যান্ডিংয়ে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কর্মসংস্থান হবে ২০৩০ সালের মধ্যে।

জেএসডব্লু গ্রুপ ১৬ হাজার কোটি বিনিয়োগ করবে। সেই টাকায় দুটি ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন হবে। অম্বুজা-নেউটিয়া গ্রুপ আগামী পাঁচ বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপ ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে শক্তি, পরিকাঠামো ও শিক্ষা খাতে। এছাড়াও অর্থনৈতিক করিডর ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন পশ্চিমবঙ্গকে দ্রুত বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা শিল্প প্রসারের জন্য প্রস্তুত। বাংলার মানুষ প্রস্তুত সেই উন্নয়নের অংশ হতে। আইটি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাক্টর, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রায় দুই লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। চর্মশিল্পে ৪ লক্ষ এবং বিভিন্ন শিল্পপার্কে লক্ষাধিক কর্মসংস্থান হবে। এমএসএমইতে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

কোথায় কত কর্মসংস্থান

- জিও-এআই-গ্রিন এনার্জি ও কেবল ল্যান্ডিংয়ে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার।
- দেউচা-পাঁচামিতে ১ লক্ষাধিক।
- বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে ৭৫ হাজার।
- সেমিকন্ডাক্টরে ৭৫ হাজার।
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ৩১ হাজার।
- চর্মশিল্প ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ।
- এমএসএমই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ।
- বিভিন্ন শিল্পপার্কে লক্ষাধিক।

■ বারাকপুর সুকান্ত সদনে বারাকপুর-দমদম সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন। ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌগত রায়, পার্থ ভৌমিক, চিফ হুইপ নির্মল ঘোষ, বিধায়ক অদিতি মুন্সি, মঞ্জু বসু, জেলা সভানেত্রী কেয়া দাস-সহ অন্যরা।

■ বরানগরের সাধারণ মানুষ এবং পথকুকুরদের নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হল পথকুকুরদের ভ্যাকসিনেশন এবং স্টেরিলাইজেশন। রবিবার বরানগর পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডে এই কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক। আগামী দিনে প্রতিটি ওয়ার্ডে এই কাজ চলবে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, টিএমসিপি নেতা তন্ময় ঘোষ প্রমুখ।

কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথন সাতসকালেই মিলল বিপুল সাড়া

প্রতিবেদন : সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ-এর বার্তা দিতে শহরে আয়োজিত হল হাফ ম্যারাথন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কলকাতা পুলিশ। পুলিশের এই হাফ ম্যারাথনকে কেন্দ্র করে রবিবাসরীয় সকালে শহরের কেন্দ্রস্থলে উৎসাহী মানুষের ভিড়। দৌড়ে অংশ নিলেন হাজারের বেশি প্রতিযোগী। প্রতিযোগীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাও ছিল নজরকাড়া। দৌড়ে অংশ নিলেন খোদ নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। হাফ ম্যারাথনে অংশ নেন অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা সরকার প্রমুখ। হাফ ম্যারাথনে ছিল মোট তিনটি বিভাগ। ২১ কিলোমিটার, ১০ কিলোমিটার ও ৫ কিলোমিটার। ২১ কিলোমিটার হাফ ম্যারাথনে অংশ নেন খোদ কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬ সালে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। সেই বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। কলকাতা পুলিশের ডাকে ছুটির দিন সাতসকালে রাস্তায় নামলেন শহরবাসী। ভোরবেলা রেড রোডের মঞ্চ থেকে পতাকা নেড়ে '৫ম সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন ২০২৫'-এর ২১ কিলোমিটার বিভাগের সূচনা করেন রাজ্য পুলিশের রাজীব কুমার, কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। রেড রোড থেকে শুরু হয়ে এজেসি বোস রোড উড়ালপুল, মা উড়ালপুল ধরে বাইপাস ধাবার কাছ থেকে ঘুরে ফের রেড রোডে এসে শেষ হয়। এর পর ১০ কিলোমিটার ও ৫ কিলোমিটার হাফ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। সব বিভাগে অংশগ্রহণকারীদের মেডেল দেওয়া হয়। প্রথম তিন স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয় বিশেষ পুরস্কার।

সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ-এর লক্ষ্যে

■ সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ-এর বার্তা দিয়ে হাফ ম্যারাথনের সূচনায় রেড রোডে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, নগরপাল মনোজ ভার্মা প্রমুখ।

আজ বিধানসভার অধিবেশন শুরু

প্রতিবেদন : আজ, সোমবার থেকে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। দুপুর দুটোয় রাজ্যপালের অভিভাষণের মধ্যে দিয়ে অধিবেশনের সূচনা হবে। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের ভাষণের পর তৃণমূলের পরিষদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করার কথাও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেট অধিবেশনের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ১১ তারিখ সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর জন্য বিধানসভায় শোক প্রস্তাব আনা হবে। তারপর দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যাবে অধিবেশন। ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটেয় বাজেট পেশ হবে। এরপর ১৩ তারিখ রাজ্যপালের ভাষণের উপর চার ঘণ্টা আলোচনা হবে। ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটি থাকবে বিধানসভা। এরপর ফের ১৭ তারিখ অর্থাৎ সোমবার রাজ্যপালের ভাষণের উপর ফের আলোচনা হবে। পাশাপাশি আগামী ১৮ তারিখ চার ঘণ্টা ও ১৯ তারিখ তিন ঘণ্টা বিধানসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। এরপর ১০ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত পরবর্তী দফাওয়ারি বাজেট পেশ হবে। ওইসময় সরকারের যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিল থাকে সেগুলি নিয়ে আলোচনা হবে। ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। সেই জায়গা থেকে দেখতে গেলে এটাই হতে চলেছে বিধানসভা ভোটের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। সুতরাং এই বাজেট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বারুইপুর পুরসভার জমিতে মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস ও ভিতপুজো করলেন বিমান

■ মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস ও ভিতপুজোয় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বারুইপুরে।

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় বারুইপুর পুরসভার নিজস্ব জমিতে মুক্তমঞ্চ গড়ে তোলার কাজ শুরু হল। রবিবার ছিল তার শিলান্যাস ও ভিতপুজো। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী দফতরের কর্মাধ্যক্ষ, বারুইপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি, বারুইপুরের পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান-সহ স্থানীয় বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান-সহ জনপ্রতিনিধিরা। প্রায় ৩০ কাঠা জমির উপর এক হাজার আসন সম্বলিত আনুমানিক ৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে এই মুক্তমঞ্চ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ও বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় বারুইপুরে গড়ে উঠবে এই মঞ্চ। যে সমস্ত জমিদাতা এই প্রকল্পে জমি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে একটা করে দোকান ঘর দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় পুরসভার পক্ষ থেকে।

আমতার কুরিটে কাত্যায়নী দুর্গার বিসর্জনের আগে চলছে মাকে বরণ করার পালা। রবিবার

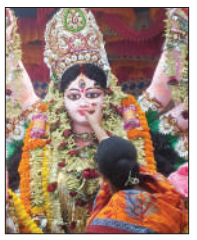

নৈহাটিতে বিজেপি ছেড়ে আড়াইশো কর্মী তৃণমূলে

সংবাদদাতা, বারাকপুর : নৈহাটিতে বিজেপিতে ফের বড়সড় ভাঙন। প্রায় ২৫০ জন নেতা-কর্মী বিজেপি ছেড়ে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। রবিবার নৈহাটি ও সোদপুরে গদ্দার অধিকারীর সভা ছিল। কিন্তু তার আগে বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর হাত ধরে ২৫০ জন বিজেপি কর্মী দলত্যাগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা বিজেপি ত্যাগ করেন বলে জানান। এদিন বিপুল পরিমাণে বিজেপি কর্মীদের দলত্যাগের কারণে বারাকপুরে অর্জুন সিং ও বিজেপি আরও কোণঠাসা হয়ে গেল। সুবোধ অধিকারী জানান, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি, ওয়ার্ড সভাপতি, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি-সহ ২৫০ জন বিজেপি কর্মী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা ও উন্নয়নে আকৃষ্ট হয়ে এবং বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উপর ভরসা করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। অর্জুন সিংয়ের খুনের রাজনীতির অবসান চান দলত্যাগী বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, অর্জুন সিং ও তার খুনি গুন্ডাবাহিনীর সমর্থনে যখন বিরোধী দলনেতা নৈহাটি মাটিতে পা রাখছেন তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বারাকপুরের মাটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপি কর্মীরা দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। বিজেপি কর্মীরা খুনি অর্জুন সিংয়ের হাত থেকে এখন নিস্তার পেতে চাইছেন।

■ তৃণমূলে যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী। ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক-সহ অন্যরা।

পুড়ে যাওয়া বস্তিবাসীদের পাশে মেয়র

প্রতিবেদন : শনিবার মাঝরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত নারকেলডাঙা খালপাড়ের বস্তি। রবিবার পুড়ে যাওয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং স্থানীয় কাউন্সিলর শচীন সিং। ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র। জানিয়েছেন, আমরা গরিব মানুষের সঙ্গে আছি। সরকারিভাবে তাঁদের সমস্তরকম সাহায্য করব। আগে জায়গাটা পরিষ্কার হোক। ফরেনসিক পরীক্ষা করে যাক। তারপর সর্বস্ব হারিয়েছেন যাঁরা তাঁদের পাশে থাকব। এটা সেচ দফতরের জমি, তারা জমি দিলে বাংলার বাড়ি করে দেওয়ার যাবে।

■ ঘটনাস্থলে মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

শনিবার রাতের আগুনে প্রায় ৩০টিরও বেশি ঝুপড়ি পুড়ে গিয়েছে। এক রাতেই ঘরছাড়া হয়েছে বহু পরিবার। অগ্নিকাণ্ডে এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুও হয়েছে। রবিবার সকালে ঝুপড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছে হাবিবুল্লা মোল্লার (৫৫) দেহ। এদিন মেয়রকে সঙ্গে নিয়ে ৩৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে গেলেই উপস্থিত জনতার একাংশ বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করে। কাউন্সিলর শচীন সিং জানিয়েছেন, উত্তর শিয়ালদহ রোডের হাজিপাড়ায় গত ৮-৯ বছর ধরে বাম আমলের একদল দাগি দুষ্কৃতী খালের জল নিয়ে মিনারেল ওয়াটার বলে ব্যবসা করছে। পুরসভার অধিবেশনেও অভিযোগ জানিয়েছি। এই চক্র ফাঁস করে দেওয়ার জন্যই আমার এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

একদিনেই চার সভা, কাজ শুরু করলেন জ্যোতিপ্রিয়

■ হাবড়ায় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

সংবাদদাতা, হাবড়া : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সবাইকে এক হয়ে লড়তে হবে। রবিবার নিজের বিধানসভা এলাকায় পা দিয়ে এমনই বার্তা দিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। হাবড়া ২ নম্বর রেলগেট থেকে এদিন সভা করে হাবড়া পুরসভায় আসেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এরপর এই বিধানসভার চারটি জায়গায় সভা করেন তিনি। প্রায় দেড় বছর পরে প্রিয় নেতাকে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দলীয় নেতা-কর্মীরা। এদিনের কর্মীদের উপস্থিত ও উচ্ছ্বাস প্রমাণ করেছে কেন্দ্র যতই চক্রান্ত করুক না কেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জনপ্রিয়তাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি কেন্দ্রীয় এজেন্সি। পুরসভায় ঢুকেই তিনি প্রথমে হাবড়ার উন্নয়নের খোঁজ নেন। জেলার দলীয় সংগঠন সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের জেলায় বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য নেতা আছেন। সকলেই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সকলকে একযোগে লড়তে হবে। পাশাপাশি বলেন, সোমবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনও সমস্যা যাতে না হয় পুলিশ প্রশাসনকে সে-বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেন তিনি।

মাছ-ভাত উৎসব

প্রতিবেদন : মাছে-ভাতে বাঙালি। এই আপ্তবাক্যকে সামনে রেখে রবিবাসরীয় দুপুরে গিরিশ পার্কে ছিল মাছ-ভাত উৎসব। আয়োজক বাংলা পক্ষ। শুধু মাছের বিভিন্ন পদ খাওয়াই নয়, একেবারে আস্ত মাছ থেকে মাছ কাটা, রান্নারও আয়োজন করা হয়েছিল উৎসবে। উৎসব উপলক্ষে এদিন প্রচুর মাছ নিয়ে আসা হয়। প্রথমে ছিল মাছ কাটা পর্ব। তারপর শুরু হয় রকমারি লোভনীয় পদের রান্না। তালিকায় ছিল রুই, কাতলা, ভোলা, পাবদা, পারসে থেকে শুরু করে শুঁটকি মাছও। অভিনব এই উৎসবের সাক্ষী হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার উপর বিধিনিষেধ জারি হলে আমরা মানব না। এভাবেই তার প্রতিবাদ হবে।

তৃণমূলনেত্রীকেই 'ইন্ডিয়া'র মুখ করার পক্ষে সওয়াল কল্যাণের

সংবাদদাতা, হুগলি : দিল্লির নির্বাচনে গোহারা আত্মসমর্পণ আপের। হাত খালি কংগ্রেসেরও। তাই ইন্ডিয়া জোটের উদ্দেশে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই জোটের নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কোন্নগরে মাতৃসদন হাসপাতালের অনুষ্ঠানে এসে শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ বলেন, ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা এবার বুঝুক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোটের নেতৃত্ব দিলে তবেই কাজের কাজ হবে। আর সব শরিকরা একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে চলে, তবেই আগামিদিনে কিছু হবে। নাহলে যেমন চলছে তেমনই চলবে। এদিন বিজেপির দিল্লি দখল নিয়ে কল্যাণ বলেন, কুম্ভমেলা দেখিয়ে দিয়েছে ডবল ইঞ্জিন সরকার ব্যর্থ। তাই বাংলায় বিজেপির কোনও জায়গা নেই। ২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপি ত্রিশটা সিটও পাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কাজ করেন, দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রী সেভাবে কাজ করেন না। তাই যতই সমালোচনা থাকুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন দিনের পর দিন বাড়ছে। আগামী দিনে আরও বাড়বে।

■ পাণ্ডুয়া ব্লকের পোঁটবা সমবায় সমিতির নির্বাচনে ১২-০ ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের বিপুল জয়। সব আসনেই ধরাশায়ী সিপিএম ও বিজেপি। জয়ের পর প্রার্থীদের সঙ্গে হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা কিষাণ খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নাসিম মণ্ডল।

■ বালিগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবের রক্তদান শিবির। উপস্থিত চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দেবাশিস কুমার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, সিএবি কর্তা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার।

■ বাংলা পক্ষের উদ্যোগে মাছ-ভাত উৎসবে গর্গ চট্টোপাধ্যায় ও সংগঠনের সদস্যরা। রবিবার গিরিশ পার্কে।

■ রবিবার ইজেডসিসিতে স্পাইন রিসার্চ ফাউন্ডেশন আয়োজিত আপরাইট ২০২৫-এর মঞ্চে ডাঃ তৃণাঞ্জন সারেঙ্গি, ডাঃ সৌম্যজিত বসু, ডাঃ ইন্দ্রজিৎ রায় প্রমুখ।

■ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য হাওড়া যুব তৃণমূলের উদ্যোগে ফ্রি টোটো সার্ভিস। রবিবার পরিষেবার সূচনা করলেন সদর জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র। আজ, সোমবার থেকে এই পরিষেবা মিলবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মালদহের সুজাপুরে প্লাস্টিক গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ভস্মীভূত ছ'টি গোডাউন। শনিবার রাত ৩টে নাগাদ আগুন লাগে। ৮০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। দমকলের তৎপরতায় আগুন ছড়িয়ে পড়েনি

আমার বাংলা
10 February, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করল কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লকের দুই ছাত্র ছাত্রী মোহাম্মদ পারভেজ ও তুহিনা পারভিন। জ্যাভলিন খেলায় রাজ্যের প্রথম স্থান করে মোহাম্মাদিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ পারভেজ। যার দূরত্ব ছিল ৩৭ মিটার। অন্যদিকে হাইজাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে দারিয়াপুর বাইসি হাই মাদ্রাসার ছাত্রী তুহিনা পারভিন। দারিয়াপুর বাইসি হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আসিফ রহমান জানান, খেলাধুলাতে কালিয়াচকের নাম শুধু রাজ্যেই নয়, দেশ-বিদেশেও উজ্জ্বল করছে। তাদের সংবর্ধনা জানান কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সারিউল শেখ।

অনুপ্রবেশকারী ধৃত

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জে সুভাষগঞ্জ এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল

মহঃ রাশেদুল ইসলাম (২৮) এবং মহঃ রফিকুল মিয়া (৩৫)। রাশেদুলের বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর এলাকায়। রফিকুল বাংলাদেশের ঘাগরবাজার জেলার গাইবান্ধা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, এরা দু'জনেই দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করত। এদের পরিকল্পনা ছিল হিলি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার। শনিবার রাতে রায়গঞ্জে সুভাষগঞ্জ এলাকা থেকে তাদের পুলিশ গ্রেফতার করে। রবিবার তাদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

অঞ্চল সম্মেলন

অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। রবিবার সন্ধ্যায় ইটাহার থানার জয়হাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সম্মেলন আয়োজিত হয়। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, পঞ্চায়েত প্রধান রফিকউদ্দিন শেখ এবং অন্যান্য নেতৃত্ব এদিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মাধ্যমিকের জন্য ৫১ বাড়তি বাস

সংবাদদাতা, কোচবিহার : আজ, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের যেন কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। স্পেশাল বাস চালাচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, উত্তরবঙ্গ জুড়ে ৫১টি বাড়তি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রত্যন্ত ও দুর্গম সেন্টারগুলি থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তার প্রয়োজন বুঝে আলোচনা করে এরপরে সেই এলাকা থেকে এই বাসগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৪০টি এমন রুটে

বাসের সংখ্যা জানালেন পার্থপ্রতিম রায়।

এনবিএসটিসির উদ্যোগ

সরকারি বাস চলবে যেই রুটগুলিতে স্বাভাবিক দিনে সরকারি বাস একেবারেই চলাচল করে না। জানা গেছে, সরকারি নির্দিষ্ট ভাড়াতেই পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুযোগ মিলবে তবে কোনও পরীক্ষার্থীর ভাড়া দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে তাদেরও ছাড় দেবেন পরিবহণ কর্মীরা। জানা গেছে আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে টোটোপাড়া, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স, মাঝেরডাবরি, বারবিশার মতো প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে সরকারি বাস যাতায়াত করবে। এছাড়া কোচবিহার থেকে ধলপল-নাটাবাড়ি-কুশার্হাট-জামালদহ-চ্যাংরাবান্ধা রুটে চলবে স্পেশাল বাসগুলি। এছাড়া শিলিগুড়ি থেকে নকশালবাড়ি, নিউ চামটা, বিন্দোল, ইসলামপুর থেকে সোনাপুর-সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত রুটে পরীক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, বিভিন্ন ডিপোর কন্ট্রোল রুম থেকে স্পেশাল বাসগুলি সঠিকভাবে পরীক্ষার্থীদের পরিষেবা দিচ্ছে কি না সে-ব্যাপারে তদারকি করবে। পরিবহণের অফিসারদের নজরদারিতে সতর্কভাবে রাস্তায় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করতে প্রস্তুত পুলিশ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জেলা জুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। জেলার আটটি থানা ও বেশ কয়েকটি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার পুলিশ পরীক্ষার্থীদের যেকোনও অসুবিধা দূর করতে প্রস্তুত থাকবে সোমবার সকাল থেকেই। ১০ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ফলে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। এই মর্মে জেলার প্রত্যেকটি থানা ও পুলিশ ফাঁড়িকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে গিয়ে অতিরিক্ত উত্তেজনায় অনিচ্ছাকৃত ভাবে নানান ভুল করে বসে। যেমন অ্যাডমিট কার্ড ও অন্যান্য নথি বাড়িতে ফেলে আসা। এছাড়াও প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা সঠিক সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে না নানা কারণে। আর এই ধরনের সমস্যা থেকেই পরীক্ষার্থীদের বাঁচাতে তৈরি জেলা পুলিশ। কেউ সমস্যায় পড়লে, তৎক্ষনাৎ ১০০ ডায়াল করে সমস্যার কথা জানালে সমাধানে পৌঁছে যাবে পুলিশ। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের তরফে দেওয়া তথ্য অনুসারে এবার জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ২৩ হাজার ৫৫৯ জন। তাদের মধ্যে ছাত্র ১০ হাজার ৫৫১ ও ছাত্রী ১২ হাজার ৭০৮ জন। ছাত্রদের চেয়ে ২ হাজার ১৫৭ বেশি সংখ্যক ছাত্রী এবার পরীক্ষায় বসবে। মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭০টি। এরমধ্যে মূল পরীক্ষা কেন্দ্র ১৮টি। সাব সেন্টার রয়েছে ৫২টি। জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যেকোনও ধরনের সমস্যা সমাধানে পুলিশ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আশা করি সমস্ত পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে।

শংসাপত্র প্রদান

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্যের মানুষের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জনমুখী প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছে রাজ্যবাসী। প্রকল্পের সুবিধা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চালু করেছেন দুয়ারে সরকার প্রকল্প। তারই অঙ্গ হিসাবে দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় চাকুলিয়ায় তিনদিনব্যাপী জাতিগত শংসাপত্র ও বিশেষভাবে সক্ষমদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান শিবিরের সূচনা হল রবিবার। রবিবার গোয়ালপোখর ২ ব্লক ক্যাম্পের সূচনায় ছিলেন

শিবিরে পরিষেবা প্রদান।

বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম, বিডিও সুজয় ধর, আইসি রাজু সোনার। বিশেষভাবে সক্ষমদের হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ওয়াকার, কৃত্রিম হাত, পা, শ্রবণযন্ত্র-সহ একাধিক সহযোগী যন্ত্রাংশ প্রদান করা হয়। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে এই শিবির।

৩ কোটি ব্যয়ে রাস্তা তৈরি

শুক্রবার হল রাস্তার কাজের সূচনা।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নযজ্ঞ। এবার বাসিন্দাদের দাবি মেনে ময়নাগুড়ির দোমহনী এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। শুক্রবার রাজ্যের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সাহায্যে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুবল বর্মনের দোকান থেকে নদীবাঁধ হয়ে শিবপার্বতী মন্দির পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা পেভার ব্লকের মাধ্যমে নির্মাণের শিলান্যাস করা হয়। এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত আরও সহজ ও সুবিধাজনক হবে বলেই দাবি দোমহনী পঞ্চায়েত সমিতির। এদিনের নতুন রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাসকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা যায়। ময়নাগুড়ি পুরসভার উপ-পুরপিতা মনোজ রায় নতুন রাস্তার শিলান্যাস করেন। ছিলেন শুক্লা দত্ত, কুমুদরঞ্জন রায়-সহ নেতৃত্ব। নতুন রাস্তার শিলান্যাস করে তৃণমূল নেতা মনোজ রায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে চলেছে।

ষাটোর্ধ্ব শান্তিরামের হাতের জাদুতে জীবন্ত হয়ে উঠছে কারুশিল্প

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

একটা সময় দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় যে যুবকের হাতের আঙুল থাকত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগারে, সেই যুবক এখন প্রবীণ, তার হাতে এখন হাতুড়ি আর বাটালি, যার সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করছেন দৃষ্টিনন্দন শিল্পকলা। দীর্ঘ ১৭ বছর দেশসেবা করে, ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পরে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতেছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান শান্তিরাম রাভা। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রান্তিক ব্লক কুমারগ্রামের অসম সীমানা লাগোয়া গ্রাম পূর্ব শালবাড়িতে নিজের ভিটেয় বসে একের পরে এক সুন্দর কারুশিল্প উপহার দিয়ে যাচ্ছেন প্রবীণ শান্তিরাম। অঙ্কের হিসেবে বয়স ৬৩ হলেও উদ্যমে এখনও নিজেকে যুবক বলেই ভাবেন তিনি। তাই একটা সময় জম্মু-কাশ্মীরে যে সাহসিকতায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করেছেন, ঠিক সেইরকম উদ্যম নিয়ে শুরু করেছেন জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস। বাড়িতে ভাগ্নির বিয়ের আসবাব বানানোর পর একটুকরো

কাঠের মূর্তি তৈরিতে মগ্ন শান্তিরাম রাভা।

কাঠ পড়ে ছিল। সেটা দেখে শান্তিরাম উঠিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছিলেন, কী করা যায় এটা দিয়ে। সে সময় তাঁদের বাড়ির গরুটি মাঠ থেকে চরে বাড়ি ফিরছিল। গরুটিকে দেখেই হঠাৎ মাথায় আসে যে ওই কাঠের টুকরোটি দিয়ে একটি গরু তৈরি করা যায় কি না একবার চেষ্টা করে দেখি। একে একে তাঁর হাতে হাতি, হরিণ, ঈগল পাখি, শিব মূর্তি, বাবা লোকনাথের মূর্তি যেন কাঠের টুকরোতেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। এই কাজের মধ্যে দিয়ে নতুন করে পরিচিতি বাড়তে থাকল তাঁর। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও গিয়েছে তাঁর এই শিল্পকলা।

আমার বাংলা
10 February, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

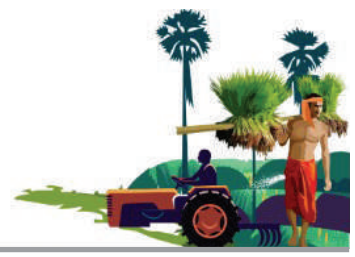

ধরাশায়ী বিজেপি, ভগবানপুর ও চণ্ডীপুরের দুই সমবায়ে ৬৯ আসনের ৬৫টিই তৃণমূলের

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : একের পর এক লাগাতার সমবায় নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে শাসক তৃণমূল। ধরাশায়ী হচ্ছে বিজেপি। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি পৃথক সমবায়েই পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল। রবিবার ভগবানপুর ১ ব্লকের মাশুড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি এবং চণ্ডীপুর ব্লকের আটাত্তর-নেতুড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন ছিল। সেই দুটি সমবায়ই বিরোধীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোর্ডগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তৃণমূল। ভগবানপুর ১ ব্লকের মাশুড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মোট আসন ৯টির মধ্যে ৫টি পায় তৃণমূল। বাকি চারটি বিজেপি। এই সমবায় দীর্ঘ ৩০ বছর সিপিএমের দখলে ছিল। চলতি নির্বাচনে রাম-বাম জোট করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে এই সমবায় বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। যেটি বর্তমানে

সমবায়ে জয়ের পর আবির মেখে উল্লাসে মাতলেন জয়ী প্রার্থী ও তৃণমূল কর্মীরা।

তৃণমূলের হাতে। ফলে দীর্ঘদিনের সিপিএম আয়ত্তাধীন সমবায়ে তৃণমূলের বিপুল জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে শাসক দল। এই সমবায়ের মোট ভোটার সংখ্যা ৬৪৭। রবিবার পড়ে ৬০১টি ভোট। তৃণমূলের জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সবুজ আবির ও মিষ্টিমুখে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান ভগবানপুর ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপসুন্দর পণ্ডা। অরূপবাবু জানান, এর থেকে প্রমাণিত, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। আগামী দিনে এই এলাকায় বিজেপি থাকবে না। অন্যদিকে চণ্ডীপুর ব্লকের আটাত্তর- নেতুড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিজেপিকে গোহারা হারান তৃণমূল প্রার্থীরা। ৩০টি আসনের সব ক'টিই জিতে নেয় তৃণমূল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোট ৫৮ জন। মনোনয়ন পর্বেই ৩টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল। রবিবার বাকি ২৭টি আসনের নির্বাচনে সব ক'টিই জিতে নেয় তারা। এই সমবায় গত দেড় যুগ ধরে বিজেপির দখলে ছিল। ফলে বিরোধীশূন্য জয় পেয়ে রবিবার বিকেলে বিপুল উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। এই সমবায়ের মোট ভোটার ৩০৩৩ জন। ৮০ শতাংশ ভোট পড়ে এদিন। ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল প্রধান জানান, বিজেপি ও সিপিএম মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। ওরা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা উন্নয়নকে সঙ্গী করে জয়লাভ করেছি।

পরীক্ষার্থীদের জন্য সুরক্ষায় ব্যারিকেড, টহল বনকর্মীদের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রাত পোহালেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। তার আগে জঙ্গলে যে রাস্তা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের আনাগোনা, সেই রাস্তায় দেখা গেল দাঁতালকে। তারপরেই দিনভর ঐরাবত গাড়ি নিয়ে বনকর্মীরা টহল দিলেন বিভিন্ন এলাকা। সতর্কবার্তার পাশাপাশি কোনও সমস্যা হলে বনকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও জানানো হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২,৮৯২। ছাত্র ২৪,৬৭৬ এবং ছাত্রী ২৮,২১৬। গত বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৬২৪। সবাধিক পরীক্ষার্থী খড়্গপুর মহকুমায় ২৪,০৭১। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে জেলা প্রশাসন। মেদিনীপুর সদর-সহ গড়বেতা, শালবনি ও গোয়ালতোড় এলাকায় সরু রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়। থাকছেন বনকর্মীরা। অন্যদিকে হাতি করিডর এলাকায় বিশেষ এসকর্ট দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে তৈরি হয়েছে বন দফতরের টিম। পরীক্ষার জন্য বনকর্মীদের ছুটি বাতিল হয়েছে। দু'বছর আগে জলপাইগুড়িতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু হয় এক ছাত্রের। তারপরই সতর্ক প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশে প্রত্যেকটি এলাকায় হাতির অবস্থান চিহ্নিত করে বিশেষ প্রতিরক্ষা টিম মোতায়েন করা হয়েছে। মেদিনীপুর সদরের চাঁদড়া, গুড়গুড়িপাল, ধেড়ুয়ায় রবিবার সকাল থেকে বন দফতর মাইকিং করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জঙ্গলের ভিতরের রাস্তায় যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে সেই সব রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে বনকর্মীর থাকছেন। তাঁদের অনুমতি ছাড়া ওই রাস্তা দিয়ে কোনও পরীক্ষার্থী যেতে পারবেন না। বড় রাস্তাগুলিতে এসকর্ট-সহ ঐরাবত গাড়ি পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র পর্যন্ত যাতায়াত করবে। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি জানান, জঙ্গলমহলের যেখানে হাতি আছে সেখানে যাতে কোনওভাবেই ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে সমস্যায় না পড়ে তার সব ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছে।

৯৩ ওয়ার্ডে মাঘ উৎসব মেলার শেষদিনে হস্তশিল্পীদের সৃষ্টিতে মুগ্ধ রাজ্যের পর্যটন ও তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সঙ্গে রয়েছেন উৎসবের উদ্যোক্তা কাউন্সিলর মৌসুমী দাস।

বিজেপিকে রুখতে পারেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই

শান্তিপুরে তাঁতশ্রমিকদের জেলা সম্মেলনে বক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

সংবাদদাতা, নদিয়া : দেশের মাটিতে বিজেপিকে আটকানোর ক্ষমতা একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই আছে। ২৬-এ বিজেপিকে ৫০-এর নিচে নামিয়ে দেবেন তিনি। আড়াইশোর বেশি সিট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হবে। রবিবার শান্তিপুরে সারা বাংলা তৃণমূল তাঁতশ্রমিক ইউনিয়ন নদিয়ার দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার জেলা সম্মেলনে এসে এ-কথা বলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, পুরপ্রধান সুব্রত ঘোষ, দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। ঋতব্রত বলেন, গতকাল দিল্লির ভোটের ফলাফল বেরিয়েছে। তাতে স্পষ্ট, দেশে বিজেপিকে আটকানোর ক্ষমতা যদি কারও থাকে তো তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার তিনি দেখিয়েছেন। ১৬-তে, ১৯-এ, ২১-এ, ২৪-এও বিজেপিকে আটকেছেন। ২৬-এ ৫০-এর নিচে নামিয়ে দেবেন। আড়াইশোর বেশি আসনে জিতে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮ লক্ষ টাকায় ঢালাই রাস্তা পাবেন গ্রামবাসী

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরা ব্লকের ৪ নং খানামোহন পঞ্চায়েতের শেরপুর এলাকায় এক বছর আগে পাকা রাস্তার দাবি জানিয়েছিলেন এলাকাবাসী। সেই সময় ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া কথা দেন, নতুন রাস্তা হবে। অবশেষে জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে শেরপুর থেকে কৈগেড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা। রবিবার কাজের উদ্বোধন করলেন জেলা পরিষদের শিশু ও নারীকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু।

রাস্তার শিলান্যাস শেরপুরে।

দাদুর ১০০ : মহিষাদলে ঘটা করে পালন নাতি-নাতনিদের

সংবাদদাতা, মহিষাদল : দাদুর জন্মদিন বলে কথা! তাও আবার ১০০ পূর্তির। তাই নাতিনাতনিরা আহ্লাদে লেগে পড়লেন দাদুর জন্মদিন পালন করতে। সঙ্গে আশপাশের গ্রামের মানুষজনও। রবিবার এই দাদু ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তীর ১০০ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে কার্যত ধুমধাম দেখা গেল মহিষাদলের সরবেড়িয়ায়। ১৯২৬ সালে ভীম একাদশীর দিন জন্ম তাঁর। ফলে ২০২৫-এ ১০০ বছরে পড়েছেন ভবানীবাবু। রবিবার জন্মদিন উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতেই ধুমধাম করে জন্মদিন পালন করেন তাঁর ছেলে ও নাতি-নাতনিরা। কাটা হয় বৃহৎ মাপের কেক। মিষ্টি বিলি করা হয় গ্রামের মানুষের মধ্যে। এছাড়াও আত্মীয়-পরিজন, নাতি-নাতনি ও ছেলেমেয়েরা মেতে উঠলেন ভূরিভোজে। ১০০ বছরের ভবানীবাবু এখনও খালি চোখে খবরের কাগজ পড়েন। অনর্গল কথা বলতে পারেন বাস্তব ঘটনা

পিতার জন্মদিনে পরিবারের সঙ্গে বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী।

সম্পর্কে। এক সময় স্থানীয় বাসুদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। প্রিয় শিক্ষকের ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার শুভেচ্ছা জানান স্কুলের অনেক প্রাক্তনীও। ছেলে ও নাতি-নাতনিরা প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত। কেউ বিধায়ক, কেউ চিকিৎসক। সব মিলিয়ে ভবানীবাবুর পরিবার জমজমাট। রবিবার ভবানীবাবুর কাছ থেকে আশীর্বাদ নেন চার ছেলে তিলক, তুহিন, তাপস, তরুণ ও তিন মেয়ে কৃষ্ণা, সুদেষ্ণা এবং জোৎস্না। জন্মদিনের মেনুতে ছিল মাছ, মাংস, পায়েস, রসগোল্লা-সহ অনেক কিছুই। নাতি-নাতনি শ্রাবন্তী, রাজ, সৌমজিৎ, বিতান, শুভ্রাশ্রী, সাখীরা জানান, আমরা চাই দাদু এরকম সব সময় আমাদের মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখুক। দাদুর আশীর্বাদ নিয়েই আগামী দিনের পথ চলতে চাই। ভবানীবাবুর বিধায়ক পুত্র তিলককুমার চক্রবর্তী জানান, বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বড় হয়েছি। ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক সেবাকাজ শিখিয়েছেন। উনি আমাদের কাছে বটবৃক্ষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

10 February, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
সোমবার

রবিবার বাঁকুড়া মাচানতলায় বিনাপয়সায় জামা দিতে রাজি না হওয়ায় ফুটপাথের এক দোকানির পেটে ব্লেড চালিয়ে জখম করে নেশাগ্রস্ত এক যুবক। পরে পুলিশ এলে নিজের গলায় ব্লেড চালিয়ে দেয়। দু'জনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব সামলানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী বেছে নিলেন দুই তরুণকে

সংবাদদাতা, কাঁথি : দলের নির্দেশে এবার কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দায়িত্বভার পেতে চলেছেন দুই তরুণ। একজন এগরার বিধায়ক তরুণ মাইতি এবং অপরজন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ জানা। কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান হচ্ছেন তরুণ। ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন তরুণ। রবিবার কাঁথির সেচ বাংলোয় রাজ্য নেতা আশিস চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়। সেখানে ছিলেন এই কো-অপারেটিভের নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরি। তাঁর উপস্থিতিতেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১৩ তারিখ অফিস বেয়ারার নির্বাচনে কন্টাই কো-অপারেটিভে চেয়ারম্যান পদে তরুণ মাইতি এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে দাঁড়াবেন তরুণ জানা। উল্লেখ্য, এই সমবায়ে দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান ছিলেন গন্দার অধিকারী। দলবদলের পর গত ডিসেম্বরে এই ব্যাঙ্কের নির্বাচনে তৃণমূল বোর্ডগঠনের ক্ষমতা

চেয়ারম্যান হিসাবে তরুণ মাইতি, ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে তরুণ জানার নাম ঘোষণা করল তৃণমূল।

লাভ করে। ১০৮ আসনের মধ্যে ১০১টিই জিতে নেয় তৃণমূল। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান কে হবেন তাই নিয়ে চলছিল চর্চা। আগে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে রবিবার রাজ্য নেতা আশিস চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূত হিসেবে কাঁথিতে এসে এই দুই তরুণের নাম ঘোষণা করেন। তিনি জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সির নির্দেশে আমরা চেয়ারম্যান হিসেবে তরুণ মাইতি ও ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তরুণ জানার নাম ঘোষণা করলাম। সকলেই এতে সহমত পোষণ করেছেন।' রবিবারের বৈঠকে ১৫ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ১১ জনই সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। বাকি চারজন অর্থাৎ আলি মির, কাউসার আলি, তরুণ জানা ও শিউলি দাস ভার্চুয়ালি অংশ নেন। তবে বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক। আগামী দিনে এই কো-অপারেটিভকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একসঙ্গে সকলে মিলে কাজ করার বার্তা দেন দুই তরুণ, মাইতি ও জানা। তাঁরা বলেন, 'আমরা প্রথমেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাই। আগামী দিনে এই সমবায়কে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করব আমরা। সকলে মিলে।'

ফের ভাঙল বিজেপি তৃণমূলে ১৫০ পরিবার

আদমপুরে ব্লক তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়কের হাত ধরে যোগদান।

সংবাদদাতা, রায়না : ফের বড়সড় ভাঙন ধরল বিজেপি শিবিরে।পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ নম্বর ব্লকের বড়বৈনান অঞ্চলের আদমপুর গ্রামের প্রায় দেড়শো পরিবার রামেদের শিবির ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূল শিবিরে। রায়না ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সৈয়দ কলিমুদ্দিন ওরফে বাপ্পা এবং রায়নার বিধায়ক শম্পা ধাড়ার হাত ধরে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিলেন রবিবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে যে উন্নয়ন চলছে তার পাশাপাশি যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সাফল্য পাচ্ছেন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন, তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজেপি শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান বলে জানান সদ্য দলত্যাগীরা। আগামী দিনে এলাকার উন্নয়ন-সহ সমস্ত কর্মসূচিতে একসঙ্গে তাঁরা কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। বিধায়ক শম্পা ধাড়া এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি সৈয়দ কলিমুদ্দিন জানান, সকলে একসঙ্গে থেকে গ্রামের উন্নয়ন এবং সরকারি প্রকল্পের সমস্ত সুফল যাতে মানুষ পান তার জন্য উদ্যোগ নেবেন।

রায়না

বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেল শৌচালয়

সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : কেতুগ্রাম ১ ব্লকের চেঁচুরি গ্রামে রবিবার রাতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ছড়ায় আতঙ্ক। প্রাথমিক অনুমান, মজুত বোমা থেকেই বিস্ফোরণের ঘটনা। কাটোয়ার এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রি বলেন, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে। কী কারণে বিস্ফোরণে ঘটনা, তার তদন্ত চলছে। সেইসঙ্গে কারা জড়িত, তারও সন্ধান চলছে। পুলিশ ও এলাকা সূত্রের খবর, চেঁচুরি গ্রামের প্রান্তে প্রায় ১৫ বছর ধরে পরিত্যক্ত একটি মাটির ভাঙা বাড়ির লাগোয়া এলাকায় রয়েছে একটি শৌচাগার। সেই শৌচাগারেই বিস্ফোরণটি হয়। বিস্ফোরণ এতটাই জোরালো ছিল যে পুরো বাথরুমটাই উড়ে গিয়েছে। তবে ভিতরে কেউ ছিল কি না, রাতে বোঝা যায়নি। তবে এলাকার লোকজনের ধারণা, কোনও অপকর্ম করার জন্যই দুষ্কৃতীরা ওখানে বোমা মজুত করেছিল বা ওখানে বসে বোমা বাঁধছিল।

এলাকাবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে পুনর্বাসন ছাড়াই রেলের উচ্ছেদ রুখল তৃণমূল

প্রতিবেদন: শনিবার জেসিবি নিয়ে রামপুরহাট স্টেশন সংলগ্ন ৪ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের জায়গা দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযানে আসেন রেলকর্তারা। কিন্তু, তৃণমূল নেতা-কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত ফিরতে হল তাঁদের। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এখানে রেলের জায়গায় প্রায় ২৫০ পরিবার বসবাস করছে। আগে রেলের তরফে একাধিকবার উচ্ছেদ নোটিস দেওয়া হয়। সম্প্রতি একটি নোটিসে শনিবার উচ্ছেদে নামার কথা জানানো হয়। শুক্রবার রাতেই সকলকে একজোট হয়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়ে মাইকিং করেন প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা তৃণমূল নেতা আব্বাস হোসেন। শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলে তিনি বিষয়টি দেখার দায়িত্ব পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকতকে দেন। বেলা ১১টা নাগাদ প্রচুর আরপিএফ ফোর্স, জেসিবি নিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে আসেন রেলকর্তারা। স্থানীয়রা তৃণমূল পতাকা হাতে

রামপুরহাট

উচ্ছেদ করতে ঘটনাস্থলে বিশাল আরপিএফ বাহিনী।

প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জড়ো হন। বাসিন্দারা জানান, বহু বছর ধরে বসবাস করছেন। উচ্ছেদ করা হলে পথে বসতে হবে। রেল যদি খালি জায়গায় পুনর্বাসন দেয় তো তাঁদের সরে যেতে আপত্তি নেই। কয়েকজন কাউন্সিলার ও তৃণমূল নেতা-কর্মীকে নিয়ে এসে পুরপ্রধান রেলকর্তাদের কাছে সরে যাওয়ার জন্য ১৫ দিন সময় চান। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলে রেলকর্তারা বাহিনী নিয়ে ফিরে যান।

পূর্ব বর্ধমানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবারেও ছাত্রীর সংখ্যা বেশি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আজ থেকে শুরু এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর জেলায় মোট পরীক্ষার্থী ৪৫,৮৪৯ জন। এর মধ্যে ২৬,৪০১ জন ছাত্রী এবং ১৯,৪৪৮ জন ছাত্র। ফলে এবারেও পূর্ব বর্ধমানে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ১২৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ চলবে। পাশাপাশি জেলার ৮টি কেন্দ্রে ১০ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি চলবে হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা। এবছর এই তিন পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ২১৫৮ জন। এর মধ্যে ১১০৫ ছাত্রী, ১০৫৩ ছাত্র। নির্বিঘ্নে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে খোলা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুম। সকাল ৮টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত খোলা কন্ট্রোল রুমের নম্বর : ৯৪৩৪৬৬৬৮৮৮০ এবং ৮০০১১৯২৭৪০।

ঝাড়গ্রামে মাধ্যমিকে বেশি ছাত্রী

ডিএম সুনীল আগরওয়াল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আজ শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ঝাড়গ্রামে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ১৩,৬৫০ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্র ৬,৪০৪ এবং ছাত্রী ৭,২৪৬। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ৩৯। জেলাশাসক সুনীলকুমার আগরওয়াল জানান, জেলায় এবার মাধ্যমিকে ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। মাধ্যমিক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে কোনও অসুবিধায় যাতে পড়তে না হয় সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার যেসব এলাকায় হাতি রয়েছে সেইসব এলাকায় বনকর্মীদের পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে পুলিশ। যাতে হাতির জন্য পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদি কোনও পরীক্ষার্থী হাতির হামলার ভয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে সমস্যায় পড়ে তাহলে তাকে বন দফতরের গাড়িতে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকছে। রাস্তায় থাকবে বন দফতরের ঐরাবত গাড়ি। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে যা যা করণীয় সবটাই করেছে জেলা প্রশাসন।

তৃণমূল কৃষক-খেতমজুর সংগঠন চাঙ্গা করতে প্রথম জেলা সম্মেলন

প্রতিবেদন: এক বছর পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দলের কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনকে চাঙ্গা করতে তৎপর বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল। রবিবার বাঁকুড়ায় সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জেলা তৃণমূল ভবনে। সম্মেলনে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব ও ব্লক সভাপতিরা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি। এর আগে জেলা তৃণমূল ভবনে গত বৃহস্পতিবারের প্রস্তুতি বৈঠক হয় সম্মেলন নিয়ে। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী জানান, ছাতনার দলের নেতা শঙ্কর চক্রবর্তীকে কিষাণ ও খেতমজুর তৃণমূলের জেলা সভাপতি করা

ছাব্বিশের ভোটে বাঁকুড়ার ১২ আসন পাখির চোখ দলের

হয়েছে। তালডাংরা উপনির্বাচনে আমরা রেকর্ড ব্যবধানে জিতেছি। এই জয়ের পিছনে চাষি ও খেতমজুরদের বড় অবদান আছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাষিদের জন্য কৃষকবন্ধু প্রকল্প চালু করেছেন। নগদের পাশাপাশি চাষিদের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে সার, বীজ, কৃষি সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। খেতমজুরদের পারিশ্রমিকও আগের তুলনায় বেড়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসূচি খেতখামারে প্রচার করতে কৃষক ও খেতমজুর সেলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা দলের শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীদের এই বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এবার আমরা জেলার ১২টি বিধানসভা আসনেই জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাব। তার জন্যে সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

১০
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
সোমবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 February, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

একই দিনে জেলার পৃথক এলাকায় বাম-বিজেপিতে বিরাট ভাঙন

জলপাইগুড়ির ১০০ পরিবার তৃণমূলে

■ ময়নাগুড়িতে যোগদানকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দলীয় পতাকা। ডানদিকে, রাজগঞ্জে যোগদান কর্মসূচিতে আছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মানুষের পাশে, মানুষের সাথে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। অন্য দলের ভাঁওতা আর বরদাস্ত নয়, এই স্লোগান তুলে রবিবার জলপাইগুড়ির পৃথক দুই এলাকায় প্রায় ১০০ পরিবার দলে দলে যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লকের অন্তর্গত ময়নাগুড়ি অঞ্চলের ১৬/৮৫ বুথের ৩৩টি পরিবারের ৮০ জন ভোটার এদিন ময়নাগুড়ি পুরসভার উপপুরপ্রধান মনোজ রায়ের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক তুলে নেন। যোগদান অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে এলাকায়। এদিনের এই অনুষ্ঠানের পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ভিড় ছিল সবচাইতে বেশি। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারীরা জানান, বিজেপিতে থেকে কোনওকিছুই মিলছিল না। এলাকার বিজেপি বিধায়ক শুধুমাত্র ভোটের আগে এসেছিলেন তারপর আর তাঁর মুখটিও দেখেননি তাঁরা। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং জনকল্যাণমূলক যা কাজ চলছে তাতে উপকৃত হয়েছেন প্রত্যেকেই। বিজেপিতে থেকেও এতদিন ধরে মিলছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সহ অন্যান্য ভাতা। তাই যে দলের সরকার এতসব সুযোগ দিয়েছে সেই দলেরই কর্মী হিসেবে থাকার জন্য এই যোগদান। ময়নাগুড়ি পুরসভার উপপুরপিতা মনোজ রায় বলেন, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাঁরা যোগদান করলেন তাঁরা প্রত্যেকেই রাজ্য সরকারের দেওয়া সমস্ত প্রকল্পের থেকে সুবিধা পাচ্ছেন। তাই প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর, মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেই প্রত্যেকে আজ তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক হবার শপথ নিলেন। এদিন একইভাবে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ৬০টি পরিবার বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, বিভিন্ন দলের থেকে আসা এই মানুষগুলির পাশে এতদিন আমরা ছিলাম সেটা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলার উন্নয়ন করে চলেছেন, সজাগ মানুষেরা প্রত্যেকেই চান সেই উন্নয়নে শামিল হতে।

মোমোর মধ্যে লুকিয়ে আছে ৬০০ বছরের পুরনো ইতিহাস

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

পাহাড়ের রানি দার্জিলিং মানেই পর্যটকদের কাছে এক অন্যরকম অনুভূতি, আর দার্জিলিং মানে নেপালি জনজাতির হাতের তৈরি বিখ্যাত মোমো। মোমোর সঙ্গে জুড়ে আছে ৬০০ বছরের ঐতিহ্য, ভালবাসা এবং আবেগ। নেপালে মোমোর জন্ম। মোমোর ইতিহাস খুঁড়তে গেলে যেতে হবে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। একেবারে প্রথমে মোমো ছিল কাঠমান্ডু উপত্যকার খাবার। পরবর্তীতে তিব্বত, চিন, কোরিয়া এবং জাপান পর্যন্ত এই মোমো ছড়িয়ে পড়ে। তবে অনেকে বলেন, মোমোর শিকড় নেপাল, তিব্বত এবং ভুটানে। মাংস, চিংড়ি, শাকসবজি বা তোফুর পুরভরা এই খাবার চিনা খাদ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। খাদ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, মোমো হচ্ছে তিব্বতি শব্দ 'মগ মগ'-এর কথ্য রূপ। হতেও পারে এই তিব্বতি শব্দটি চিনা শব্দ মোমো থেকেই আসলে ধার করা। উত্তর-পশ্চিম চিনা উপভাষায় গমের সেদ্ধ রুটিকে বলা হয় মোমো। মোমো মাউন্ট এভারেস্টের মতোই নেপালের অন্যতম প্রতীক। নেপালের সীমা ছাড়িয়ে মোমোর জনপ্রিয়তা এখন বিশ্বব্যাপী। আদি মোমোর সঙ্গে ইদানীংকালের মোমোর ফারাক রয়েছে অবশ্য। এখন মোমো হচ্ছে এক ধরনের দক্ষিণ এশীয় ডাম্পলিং। মোমো মূলত সবজি বা মাংসের পুর ভরা ময়দার গোলা। সেদ্ধ বা বাষ্পে রান্না করা হলেও কালে কালে ফ্রায়েড মোমো জনপ্রিয় হয়েছে।

কালচিনিতে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

প্রতিবেদন : অবশেষে স্বস্তি। ডুয়ার্সের চা-বাগান থেকে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। রবিবার বন দফতরের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে কালচিনি চা-বাগানের ত্রাস। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই চা-বাগান এলাকাতে ছড়িয়েছিল চিতাবাঘের আতঙ্ক। শ্রমিকরা বাগানে কাজ করতে যেতেও ভয় পাচ্ছিলেন। সেই মতো খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। চিতাবাঘ ধরতে চা-বাগানে পাতা হয় খাঁচা। পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদেরও সতর্ক করা হয়। রবিবার অবশেষে চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। স্বস্তি ফিরেছে এলাকায়। শ্রমিকরা যোগ দিয়েছেন কাজে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে আলিপুরদুয়ারের শালকুমারহাটে এক গৃহস্থের শৌচাগারে ঢুকে পড়েছিল একটি চিতাবাঘ। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনকর্মীরা। চিতাটিকে খাঁচাবন্দি করতে গিয়ে জখম হন এক বনকর্মী। তাঁকে ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। ফের ছড়াল চিতার আতঙ্ক।

অন্তঃসত্ত্বা হাতির দেখভালে বিশেষ ব্যবস্থা বন দফতরের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বন বিভাগের গরুমারা অভয়ারণ্যের অন্তর্গত ২৭টি কুনকি হাতির মধ্যে অন্যতম রামি। বিভিন্ন সময়ের রামি তার কাজের মাধ্যমে পরিচয় দিয়েছে দক্ষতার। গরুমারা জঙ্গলের আশপাশের গ্রামে দিনে হোক বা রাতে, যখনই বন্য কোনও জীবজন্তু প্রবেশ করেছে দক্ষতার সাথে রামি তাদের বুঝিয়ে মনুষ্যকুলের কোনও ক্ষতি না করে সফলভাবে ফিরিয়েছে বনে। বন দফতরের অধীনে থাকা এই হাতিদের রুটিনমাফিক সঠিক পর্যবেক্ষণে রেখেই বাইরের জঙ্গলে বেড়াতে যাবার সময় দেওয়া হয়। ২৭টি হাতির মধ্যে অন্যতম সুন্দরী দেখতে পরিচিত রামি বেড়াতে গিয়ে অন্য বন্য হাতির ভালবাসায় জড়িয়ে কোন সময় যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে আবার নিজের সরকারি কাজে ফিরে আসে তা ঘুণাক্ষরেও প্রথমে টের পাননি রামির মাহুত। গত ক'দিন ধরে রামির বিভিন্ন আচরণের পরিবর্তন দেখে সন্দেহ হয় মাহুতের। এরপরই খবর দেওয়া হয় বরাবরের রামির চিকিৎসা করতে আসা চিকিৎসককে। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান সবকিছু ঠিক থাকলে খুব শীঘ্রই গরুমারার জঙ্গল আলো করবে রামির সন্তান। জানা যায়, তৎক্ষণাৎ নির্দেশ আসে সন্তানসম্ভবা রামির জন্য বন দফতর তার বিশেষ যত্ন নিতে চায়। সেই অনুযায়ী বর্তমানে রামিকে তার প্রতিদিনের সমস্ত রুটিন থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা ছবি তোলাতেও।

মালদহে মেয়ের উপনয়ন

■ উপনয়নের দিন মধুপর্ণা সিদ্ধান্ত।

সংবাদদাতা, মালদহ : ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল মালদহে, এবার উপনয়ন হল মেয়েদের। এতদিন দেখা গিয়েছিল ছেলেদের উপনয়ন হতে কিন্তু এবারে সমাজের এই নিয়মকে একটু ব্যতিক্রমী করল ইংরেজবাজার শহরের ঘোড়াপীর ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা সিদ্ধান্ত পরিবার। এই পরিবারের ছোট মেয়ে নয় বছরের মধুপর্ণা সিদ্ধান্ত উপবীত ধারণ করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে। সমাজের এই চিন্তাধারাকে পাল্টানোর এক নজিরবিহীন ঘটনা সিদ্ধান্ত পরিবার করলেন। পরিবারের সদস্যদের সবাইকে বার্তা দিতে চান, ঘরের মেয়েকে পিছনে ফেলে রাখা চলবে না। বর্তমানে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই। মেয়েদেরও সামাজিকভাবে উঁচু আসনে রাখা উচিত। মনোজকুমার সিদ্ধান্ত দাবি করেন, উত্তরে এই প্রথম সামাজিকভাবে কোনও মেয়ের উপনয়ন হল।

জাগোবাংলার জয়জয়কার

(প্রথম পাতার পর)

নেতৃত্ব ডেকে নেয় পাশেই ছোট্ট আড্ডা মঞ্চে। সাংসদ দোলা সেনের উদ্যোগে সুসজ্জিত সেই মঞ্চে বসে লেখকদের আড্ডা। সেখানেই ইয়াহাফের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা। সেইসময় হাজির গিল্ডের সুধাংশুশেখর দে। আসেন উত্তরপ্রদেশের তৃণমূল নেতা ললিতেশ ত্রিপাঠী। তিনি এক ব্যাগ বই নেন নেত্রীর লেখা। মঞ্চের অন্য পাশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ। সেখানে গান গাইলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিকের স্ত্রী নূতন ভৌমিক। তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের নেতারা গাইলেন জয়ী ব্যান্ডের গান। প্রতি সন্ধ্যার আকর্ষণ ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান। শিল্পীদের গান শোনা আর তার সঙ্গে বইয়ের অক্ষরে ডুবে থাকা জাগোবাংলা স্টলকে সেরার শিরোপা এনে দিয়েছে।

আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বইমেলার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট। বইপ্রেমিকদের মূল আকর্ষণ তাঁর বই। দুই ব্যাগ মমতা ইতিমধ্যেই শেষ। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর দেড় শতাধিক বই এবার মেলায়। পাঠকরা কিনেছেন ভিড় করে। বিপুল চাহিদা। স্টলে বই জোগান দিতে না দিতেই শেষ। এদিনও চার ব্যাগ বই আনা হয়, মুহূর্তে তা নিঃশেষিত। চোখের নিমেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা সব বই। স্টলের কেন্দ্রবিন্দু সাংসদ দোলা সেন বলেন, সকালেই পাবলিশার্সদের বলে দিদির আরও বই আনতে হয়েছে। অন্তত চার বস্তা। আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড়। এবার যেন আরও বেশি। শেষ দিনে পা রাখা দায়। সকালে আনা বইও শেষ সন্ধ্যার মধ্যেই। অভাবনীয়! বইমেলা এবারও মমতাময়। তাঁর লেখা বইয়ের চাহিদা আকাশচুম্বী। এবারও সেরা! ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিকচকে গ্রামীণ হাসপাতালে তৈরি হবে মাতৃমা বিভাগ

সংবাদদাতা, মালদহ : গ্রামীণ হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগকে উন্নত করতে মানিকচকে তৈরি হবে মাতৃমা বিভাগ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মালদহের মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে গড়ে উঠতে চলেছে এই মাতৃমা বিভাগ। এই বিভাগ গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে ৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। টেন্ডার প্রক্রিয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থে শুরু হবে মাতৃমা বিভাগ গড়ে তোলার কাজ। তাই কাজ শুরুর প্রাক্কালে মানিকচক ব্লক ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনায় বসলেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তিনি মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সভাকক্ষে আলোচনায় বসেন। মাতৃমা বিভাগ তৈরির রূপরেখা নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা করেন। এদিনের এই আলোচনায় বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র ছাড়াও হাজির ছিলেন মানিকচক বিডিও অনুপ চক্রবর্তী, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অভীক শংকর কুমার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি মণ্ডল প্রমুখ। রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মানিকচকের বাসিন্দারা।

■ কাজ শুরুর আগে আলোচনায় সাবিত্রী মিত্র।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার আগে তার কারণ জানাতে বাধ্য তদন্তকারী সংস্থা। না হলে গ্রেফতারি অবৈধ বিবেচিত হবে। জানাল সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি দরবার

10 February 2025 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

ছত্তিশগড়ে গুলির লড়াই, নিহত ৩১ মাওবাদী

গোপন খবর পেয়ে বিজাপুরের জঙ্গলে অভিযান, মৃত্যু ২ নিরাপত্তাকর্মীরও

প্রতিবেদন: মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই আরও বড় ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল মাওবাদীরা। বিজাপুরের জঙ্গলে মাওবাদীদের পশ্চিম বস্তার ডিভিশনের সদস্যদের উপস্থিতির খবর গোপন সূত্রে মিলেছিল। তার ভিত্তিতে শুরু হয় মাওবাদী বিরোধী অভিযান। রবিবার ভোর থেকে চলা এই অভিযানে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছে মাওবাদীরা। মৃত্যু হয়েছে একাধিক শীর্ষনেতা সহ ৩১ জন মাওবাদীর। ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে এই অভিযানে নিহত হন ২ নিরাপত্তা কর্মীও। আরও ২ নিরাপত্তাকর্মী আহত হলেও তাঁদের আঘাত গুরুতর নয় বলে জানানো হয়েছে।

গত সপ্তাহে বিজাপুরেই শুরু হয়েছিল যৌথবাহিনীর এনকাউন্টার। তাতে মৃত্যু হয় একাধিক মাওবাদীর। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরও। এরপর থেকেই বিজাপুর এলাকায় মাওবাদী দমনে তল্লাশি শুরু হয় জোরকদমে। একদিকে সিআরপিএফ ও কমব্যাট ফোর্স, অন্যদিকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ ফোর্স এই অভিযান শুরু করে। সেইমতো বিজাপুরের ইন্দ্রবতী ন্যাশনাল পার্ক সংলগ্ন জঙ্গলে মাওবাদী শীর্ষনেতারা লুকিয়ে আছে বলে খবর পায় নিরাপত্তা বাহিনী। এরপরেই রবিবার সকালে যৌথবাহিনীর তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। বস্তারের আইজি পি সুন্দরাজ জানিয়েছেন, ৩১ জন মাওবাদী নিহত। অভিযান এখনও চলছে। প্রচুর পরিমাণে একে ৪৭, এসএলআর, ইনসাস রাইফেল, বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। প্রশাসনের অভিযোগ, ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া এলাকায় সাধারণ মানুষ ও পুলিশের ইনফর্মারদের খুন করতে শুরু করেছে মাওবাদীরা। বিজাপুরে সেই পরিস্থিতি তৈরি করার আগেই প্রচুর সংখ্যক মাওবাদী জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে মাও-দমন অভিযানে নামে নিরাপত্তাকর্মীরা। শনিবার বিকেল থেকে ইন্দ্রবতী ন্যাশনাল পার্ক সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি। খবর ছিল সেখানে মাওবাদী শীর্ষস্থানীয় নেতারা রয়েছেন।

নিরাপত্তাকর্মীদের তল্লাশি শুরু হতেই পাল্টা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে মাওবাদীরা। রবিবার সকালে ৩১ জন মাওবাদীর মৃত্যুর খবর জানিয়েছে যৌথবাহিনী। মৃত্যু হয়েছে ২ ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডেরও। দেহ শনাক্ত করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরিবেশ মন্ত্রকের রিপোর্ট

চ্যালেঞ্জ করলেন ৬০ জন প্রাক্তন আমলা

প্রতিবেদন: ৬০ জন প্রাক্তন সরকারি আমলা ভারতীয় বন পরিস্থিতি প্রতিবেদন (আইএসএফআর) তৈরির ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এবং উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশের বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রককে চিঠি লিখেছেন। আইএসএফআর হল দেশের বন পরিস্থিতির দ্বিবার্ষিক মূল্যায়ন। আমলাদের সংবিধানগত কন্ডাক্ট গ্রুপের চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের প্রতিবেদনটি এক বছর দেরিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি ভারতে বনাঞ্চল বৃদ্ধির বিষয়ে ভুল ধারণা প্রদান করছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৫৬.৪১ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল এবং ১৪৪৫.৮১ বর্গ কিলোমিটার মোট বন ও বৃক্ষ আচ্ছাদনের আনুমানিক বৃদ্ধি একটি ভুল মূল্যায়ন বলে মনে হচ্ছে। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে আমাদের বনাঞ্চল ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১.৪৯ মিলিয়ন হেক্টর গাছ হারিয়ে বিশ্বব্যাপী বন নিধনে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, অথচ আইএসএফআর একটি সুখকর চিত্র তুলে ধরে আমাদের আত্মতুষ্টির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চিঠিতে প্রতিবেদনের পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২১ এবং ২০২৩-এর মধ্যে আইএসএফআর ২০২৩-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৪৮৮ বর্গকিলোমিটার শ্রেণিবিহীন বন হারিয়ে গিয়েছে, যা বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু আইএসএফআর প্রতিবেদনে ১৪৪৫.৮১ বর্গকিলোমিটার বৃদ্ধি দাবি করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। প্রাক্তন সরকারি আমলারা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করা এবং ত্রুটিপূর্ণ গ্রিন ক্রেডিট প্রকল্পের প্রচারের জন্যও প্রতিবেদনটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। ১৯৯৬ সালের গোদাভার্মন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী, রাজ্য বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলিকে মালিকানার বিবেচনা ছাড়াই অভিধানগত সংজ্ঞা অনুযায়ী সমস্ত বনাঞ্চল চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একাধিক রাজ্য সরকার এই আদেশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে আইএসএফআর ২০২৩ প্রতিবেদনে বিশাল বনভূমি আইনি সুরক্ষার বাইরে রয়ে গিয়েছে।২০১১ সালে লাফার্জ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০-এর আওতাভুক্ত সমস্ত বনাঞ্চলের ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তা এখনও কার্যকর করা হয়নি এবং আইএসএফআর ২০২৩-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৯৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ বনভূমি বিভিন্ন 'উন্নয়ন' কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। গত ১৫ বছরে ৩,০০,০০০ হেক্টরের বেশি বনভূমি বন-বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তবে আইএসএফআর ২০২৩-এ এটি প্রতিফলিত হয়নি।

পাঞ্জাবে অপারেশন কমলের ছক বিজেপির?

প্রতিবেদন: দিল্লি বিধানসভা ভোটে জয় পাওয়ার পরে আরও বড় ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বিজেপি। রাজধানীর অলিন্দে তেমন জল্পনার পাশাপাশি রবিবার এনিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে আম আদমি পার্টির সূত্রে। দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপকে হারিয়ে ৭০টির মধ্যে ৪৮টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি। এবার বিজেপির লক্ষ্য হল যেনতেন প্রকারেণ পাঞ্জাব দখল করা। আপের বিধায়ক কেনাবেচা করেই গোপনে লক্ষ্যপূরণের ছক চলছে।

দিল্লি জয়ের পরে আপের হাতে থাকা পাঞ্জাব দখল করার জন্য বিজেপি যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে, তার আভাস মিলেছে দলের প্রভাবশালী নেতাদের কথাতেই। পাঞ্জাবে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি সুনীল জাখর দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দিল্লি জয়ের পরে এবার পাঞ্জাব জয়ের পালা। আম আদমি পার্টির অপশাসন থেকে মুক্তি চায় পাঞ্জাববাসী। দিল্লির ভোটের ফলাফল দেখার পরে এবার পাঞ্জাবের অধিবাসীরাও পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে আছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুঘও একই সুরে দাবি করে বলেন, দিল্লির মতো পাঞ্জাবেও পরিবর্তন আসবে, যার কান্ডারি হবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২৭ সালে পাঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে সামনে রেখে বিজেপি বিধায়ক কেনাবেচা করে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়। তাৎপর্যপূর্ণ হল, যাবতীয় সম্ভাবনা দেখার পরেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এবার অপারেশন কমল দিয়েই ভোটের আগে পাঞ্জাব জয় করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি? দিল্লিতে আম আদমি পার্টি সূত্রের অভিযোগ, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দিল্লি ভোটের সাফল্যকে হাতিয়ার করেই এবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মানের উপরে শিবির পরিবর্তন করার জন্য ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে বিজেপি।

বিরাট সাফল্য পুলিশের

(প্রথম পাতার পর)

মেলায় পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। একই ভাবে জলপাইগুড়িতে আট ঘণ্টার মধ্যে এক নাবালিকা ধর্ষণের কিনারা করল জেলা পুলিশ। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত টোটোচালক।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিউটাউনে ধৃতের নাম সৌমিত্র রায় ওরফে রাজ। নদিয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা। নিউটাউন আদর্শপল্লি এলাকায় ভাড়া থাকে। ঘটনার দিন নিউটাউন সিটি স্কোয়ার ব্রিজের নিচের সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে অভিযুক্ত চালক নাবালিকাকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে পুলিশ। শনিবার রাতে নিউটাউন থেকে সৌমিত্রকে প্রথমে আটক করা হয়। জেরায় ঠিকঠাক জবাব না মেলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার ১১.৪৯টার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় জগৎপুর ৭ নম্বর এলাকা থেকে ওই নাবালিকা অভিযুক্তের টোটোতে ওঠে। জেরায় ধৃত স্বীকার করেছে, গৌরাঙ্গনগরে নিজের বাড়ি যাবে বলে তার টোটোতে উঠেছিল নাবালিকা। অন্য যাত্রীদের তাঁদের গন্তব্যে ছাড়ার পর অভিযুক্ত নাবালিকাকে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরিয়ে লোহা ব্রিজের কাছের জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানেই নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। ঘটনায় আরও অন্য কেউ জড়িত কি না তা জানার চেষ্টা চলছে।

শনিবার জলপাইগুড়িতে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এখানেও অভিযুক্ত এক টোটোচালক। ওইদিন রাতেই জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ পাওয়ার আট ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ে মূল অভিযুক্ত। ধৃতকে রবিবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠান। ঘটনার দিন অভিযুক্ত টোটোচালক মেয়েটিকে তিস্তা উদ্যানে নিয়ে গিয়ে চকোলেট খাইয়ে বেহুঁশ করে যৌন নির্যাতন চালায়। মুখ খুললে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। প্রথম ভয়ে বাড়িতে না জানালেও পরে পরিবার গোটা ঘটনা জানতে পেরে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে।

আরজি করে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা

গুটি কয়েক বহিরাগত আরজি করের সামনে। এটাই নাকি মহামিছিল!

(প্রথম পাতার পর)

কংগ্রেস নেতাও মিছিলে। তারপরেও অরাজনৈতিক বলে দাবি!

ঢুকতে না পেরে বিচারের দাবি তুলে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন তাঁরা। আরজি করে সুবিচার চেয়ে এসেছে রাজ্য, রাজ্যের পুলিশের তদন্তেই সায় দিয়েছে সিবিআই। রাজ্য পুলিশই গ্রেফতার করেছে মূল অভিযুক্তকে। তাকে সাজা দিয়েছে আদালত। সিবিআইয়ের চার্জশিট দেওয়ার গাফিলতিতে সর্বোচ্চ সাজা পায়নি দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রাই। রাজ্য সরকার বলছে, সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি চাই, ওরা বলছে, না ফাঁসি চাই না। প্রতারণা করছে মানুষের সঙ্গে। মানুষের আবেগ নিয়ে কথা বলে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে।

দেশ বিদেশ

10 February, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৯৭২ সালের পর থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা এবার ভোট দিয়েছেন দিল্লি বিধানসভায়। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা শতাংশের বিচারে হতাশাজনক। মাত্র পাঁচজন জয়ী হয়েছেন ভোটে

ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার ভয়েই ইস্তফা মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর

সুপ্রিম কোর্টে চলছে হিংসায় ইন্ধন মামলা

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টে ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার আতঙ্ক? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকের পর ইম্ফলে ফিরেই ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। অডিও টেপ বিতর্কে মণিপুরে জাতিগত হিংসায় প্রত্যক্ষ ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বীরেনের বিরুদ্ধে। দেশের শীর্ষ আদালতে এই ইস্যুতে মামলা করেছে কুকি সংগঠন। সেই মামলার সর্বশেষ শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সরকারি ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে বিতর্কিত অডিও টেপ পরীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

মামলাকারীদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ দাবি করেছিলেন, বেসরকারিভাবে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি ল্যাবে অডিও টেপটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, কথোপকথনের ৯৩ শতাংশই বীরেন সিংয়ের গলার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। অভিযোগ, এক হুইসল-ব্লোয়ারের মাধ্যমে ফাঁস হওয়া সেই বিস্ফোরক টেপটিতে শোনা যাচ্ছে, খোদ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী মেইতেই ও কুকিদের জাতিগত সংঘর্ষে ইন্ধন দিচ্ছেন। রাজ্যের সংখ্যালঘু ও অহিন্দু জনগোষ্ঠী কুকিদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়ের লোকজনকে প্ররোচনা দিচ্ছেন বিজেপির এই শীর্ষনেতা। এমনকী তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা না করার আশ্বাস এবং অন্য জনগোষ্ঠীর উপর হামলা চালানোর জন্য অস্ত্র সরবরাহের কথাও রয়েছে ফাঁস হওয়া এই অডিও টেপে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টে ফরেনসিক ল্যাবের আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট জমা পড়ার আগেই তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শে বীরেন সিং মুখরক্ষায় ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। বিরোধীদের দাবি, বিস্ফোরক অডিও টেপটির কথোপকথন সত্যিই বীরেন সিংয়ের বলে প্রমাণিত হলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদে থেকে হিংসায় প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মণিপুর বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছিল কংগ্রেস। পাশাপাশি বীরেনের নেতৃত্ব নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন তাঁর রাজ্যের বিজেপি বিধায়কদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে ভোটাভুটিতে বীরেন সিং সরকারের পতন হলে আরও মুখ পুড়ত বিজেপির। গত প্রায় দু'বছর ধরে লাগাতার গোষ্ঠী সংঘর্ষে অশান্ত উত্তর-পূর্বের এই বিজেপি রাজ্য। কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ ঘরছাড়া। মহিলাদের নগ্ন করে রাজপথে হাঁটানো এবং গণধর্ষণের মতো কুৎসিত ঘটনা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতও। এই পরিস্থিতিতে কৃতকর্মের দায় এড়াতে পদত্যাগের পথে হাঁটলেন এন বীরেন সিং।

ব্রিটেনের রাজপুত্র হ্যারিকে আশ্বাস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

প্রতিবেদন: ব্রিটেন ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসা রাজপুত্র হ্যারিকেও কি অভিবাসী বলে সস্ত্রীক ফেরত পাঠিয়ে দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? গত কয়েকদিন ধরে এই প্রশ্ন উঠছিল। কারণ ক্ষমতায় আসার আগে এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছিলেন, নির্বাচিত হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। এখন যখন ভিসা-বিতর্কে ট্রাম্পের নীতি আলোড়ন তুলেছে তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন, ব্রিটেনের রাজপুত্র হ্যারি এবং তাঁর স্ত্রী মেগানকে আমেরিকা ছাড়তে বলা হচ্ছে না।

ভিসা ও অভিবাসী বিতর্কে অবস্থান

নিউইয়র্ক পোস্টে এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, এখনই তাঁদের অবৈধ অধিবাসী বলে মনে করার ভাবনা নেই। হ্যারিকে আমি ছেড়ে দিতে চাই। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় আছেন তিনি। সমস্যা আর বাড়াতে চাই না। ফলে কিছু প্রশ্ন থাকলেও আপাতত অন্য অবৈধ অভিবাসীদের মতো হ্যারিকে যে আমেরিকা-ছাড়া করার ভাবনা নেই তাঁর, স্পষ্ট করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রসঙ্গত, এই দফায় দায়িত্ব নিয়েই অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন ট্রাম্প। সেই আবহে ট্রাম্পের মন্তব্য স্বস্তি দিচ্ছে দেশত্যাগী ব্রিটিশ রাজপুত্রকে।

২০২০ সালে পারিবারিক সমস্যায় জেরবার হয়ে স্ত্রী মেগান মার্কেলকে নিয়ে লন্ডন ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসেন হ্যারি। থাকতে শুরু করেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। পরে হ্যারির মার্কিন ভিসার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অভিযোগ ওঠে ভুল তথ্য দিয়ে ভিসার আবেদন করার। ভিসার আবেদনে অতীতে মাদক সেবনের রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্যে সত্য গোপন করেছিলেন। নিজের মাদক সেবনের তথ্য জানাননি। সেই হিসাবে ভিসা খারিজের প্রশ্ন জোরালো হয়। তবে আপাতত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুঝিয়ে দিলেন, তিনি হ্যারিকে সমস্যায় ফেলতে চান না।

গাজিপুরে 'ডেভিল হান্ট' অভিযান, আটক বহু

বাংলাদেশে ক্রমশ জনতার পাল্টা প্রতিরোধ বাড়ছে

প্রতিবেদন: নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতি চলছে বাংলাদেশে। আইনশৃঙ্খলা সামলাতে ইউনুস সরকারের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ আমজনতা। ধানমন্ডির ঘটনার পর বর্তমানে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গাজীপুরে। হামলা এবং তার পাল্টা প্রতিরোধ চলাকালীন চলেছে গুলিও। গাজিপুরের উত্তেজনার আবহে প্রতিবাদীদের হেনস্থার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পুলিশ 'ডেভিল হান্ট' নামে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। গাজিপুরে 'ডেভিল হান্ট' অভিযানে প্রায় ৫০ জনকে আটক করা হয়েছে। গাজিপুর জেলার পুলিশ সুপার বলেছেন, রাতভর অভিযান চালিয়ে গাজিপুর জেলা পুলিশ তাদের আটক করে। এরা মূলত হাসিনার আওয়ামি লিগের সমর্থক। সারা দেশে শনিবার থেকে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে যৌথ বাহিনী। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অভিযানের কথা জানানো হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির লোকজনের তাণ্ডব চলাকালীন প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান বহু সাধারণ মানুষ। এবার হেনস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে ধরপাকড় শুরু। হেনস্থার ভয়ে অনেকেই এলাকাছাড়া। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত মোট ১,৩০৮ জনকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা রক্ষাবাহিনী।

চিনকে রুখতে অতীতের শত্রুতা ভুলে একজোট হচ্ছে আমেরিকা ও জাপান

প্রতিবেদন: পার্লহারবারের রক্তাক্ত স্মৃতি অতীত। জাপান এখন আমেরিকার বন্ধু। চিনের সঙ্গে মসৃণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক যে রাখতে চান না তা উচ্চহারে চিনা পণ্যে শুল্ক আরোপের কথা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর চিনকে রুখতে এবার পাল্টা জাপানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন ট্রাম্প।

সম্প্রতি চিন, কানাডা, মেক্সিকোর উপর শুল্ক চাপিয়ে বার্তা স্পষ্ট করেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার আরও কিছু দেশের উপর শুল্ক লাগু করার বার্তাও দিয়েছেন ট্রাম্প। তারই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পদক্ষেপ জাপানের সঙ্গে। একদিকে নিজের পুরনো আপত্তি ঝেড়ে ফেলা, অন্যদিকে জাপানকে আমেরিকায় লগ্নির অনুরোধ সেরে রাখলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার

আমেরিকা সফরে। ইউএস স্টিল জাপানের নিপ্পন স্টিলের কিনে নেওয়া নিয়ে আগে বিরোধিতার সুর চড়িয়েছিলেন ট্রাম্প। এবার সেই আপত্তিও তুলে নিলেন তিনি। যদিও তাঁর দাবি, ইউএস স্টিল কিনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে আমেরিকায় লগ্নি শুরু করেছে জাপান। এরপর জাপানকে আমেরিকার জ্বালানি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুরোধ করেন তিনি।

এদিকে প্রথমবার হোয়াইট হাউস গিয়ে উচ্ছ্বসিত জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা। তাঁর দাবি, ট্রাম্পকে বাইরে থেকে যেরকম 'ক্রুদ্ধ' মনে হয় তিনি আদতে তেমন নন। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে চিনের সামরিক নীতির সমালোচনা উঠে আসে। দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের প্রতিপত্তি বাড়ানো নিয়ে নিন্দা করেন দুই রাষ্ট্রপ্রধানই। আমেরিকায় জাপানের লগ্নির পাশাপাশি জাপানও আমেরিকা থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস, ইথানল কেনার প্রস্তাব দিয়েছে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে আমেরিকার সব সমীকরণই বদলে ফেলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের শত্রু জাপান এখন চিন মোকাবিলায় ত্রাতা। আর সেই পথে পুরনো প্রশাসকদের কোনওভাবেই নাক গলাতে দেবেন না তিনি, সেটাও স্পষ্ট করে দিলেন। সেই উদ্দেশে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের দৈনিক সামরিক গোয়েন্দা দফতরের তথ্য পাওয়ার অধিকারও কেড়ে নিয়েছেন তিনি।

চরম দুর্দশা, দিল্লি ভোটে সিপিএম নোটার থেকে কম

প্রতিবেদন: সিপিএমের জনভিত্তি যে সারা দেশে তলানিতে ঠেকেছে, তার প্রমাণ মিলেছে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসার পরে। দিল্লির ভোটে সিপিএমের সব প্রার্থী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তো বটেই, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল দিল্লির বিধানসভা ভোটে নোটার থেকেও কম ভোট পেয়েছে সিপিএম। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান দাবি করছে, দিল্লিতে এবারের বিধানসভা ভোটে নোটার প্রাপ্তি ০.৫৭ শতাংশ ভোট। সেখানে সিপিএমের প্রাপ্তি হল ০.০১ শতাংশ ভোট।

প্রকাশ কারাতদের কর্মভূমিতে দলের এই হাল সিপিএমের আসল চেহারা স্পষ্ট করল। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এবার ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল বামেরা। সিপিএম, সিপিআই ও সিপিআই(এমএল) লড়েছিল ২টি করে আসনে। এই আসনগুলিতে ১০০ থেকে সর্বাধিক ৫০০ ভোটের বেশি জোটেনি। মিলিতভাবে বামেদের ভোট প্রাপ্তি মাত্র ২,১৫৮টি। অথচ নোটাতে এসেছে ৫,৬২৭টি ভোট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩ ফেব্রুয়ারি, কলকাতা বইমেলার নারায়ণ সান্যাল মঞ্চে শিল্পীমন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় গান, আবৃত্তি ও কবিতাপাঠ। প্রকাশিত হয় কয়েকটি বই

খোলা হাওয়া

নৃত্য সমারোহ

» ১১ জানুয়ারি, রবীন্দ্রসদনে ঝিনুক মুখার্জি সিনহার তত্ত্বাবধানে সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গনের অষ্টাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান 'নৃত্য সমারোহ' অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, পলি গুহ, সুস্মিতা নন্দী শেঠিয়া, ঊর্মিলা ভৌমিক, চন্দ্রোদয় ঘোষ, সোমনাথ কুট্টি, তরুণ বসু, দুর্গাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন অর্কদেব ভট্টাচার্য। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে সংস্থার ছাত্রীরা শাস্ত্রীয় নৃত্য ভারতনাট্যম-এর নৃত্যশৈলী দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন।

হামসাজ দ্য মিউজিক্যাল

» সঙ্গীতশিল্পী অন্বেষা দত্ত গুপ্ত এই প্রথম অভিনয়ে। গান গাওয়া ছাড়াও কখনও কখনও তাঁকে সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকায় দেখা গেছে। এবার বায়োসিনে প্রযোজিত 'হামসাজ দ্য মিউজিক্যাল' ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে নায়িকার ভূমিকায়। তার বিপরীতে অভিনয় করছেন সুপরিচিত মডেল মহম্মদ ইকবাল। তাঁরও এটা প্রথম ছবি। ২৯ জানুয়ারি, প্রিন্সটন ক্লাবে মুক্তি পেল সিনেমার ট্রেলার এবং মিউজিক। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার, সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্র, পণ্ডিত তন্ময় বোস, সঙ্গীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য, সুরকার জয় সরকার, অন্বেষার গুরু জয়ন্ত সরকার প্রমুখ।

নীলদিগন্ত

» বইমেলার প্রেস কর্নারে 'নীলদিগন্ত' পত্রিকা আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় বেশকিছু বই। সেগুলো হল শিবানী মুখার্জি পাণ্ডের 'রবীন্দ্র প্রবন্ধে দর্শন ভাবনা'র তৃতীয় সংস্করণ ও গল্প সংকলন 'হংসমিথুন', সুস্মেলী দত্তের নাটকের বই 'ড্রামাটিক ২', পাপিয়া ঘোষালের 'বাউল তন্ত্রস' এবং সমুদ্র বসুর ভ্রমণ কাহিনি 'প্যাসেজ টু সলভেশন'। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, সাহিত্যিক বিনতা রায়চৌধুরি, লেখিকা কঙ্কাবতী দত্ত, লেখিকা চুমকি চট্টোপাধ্যায়, শিশু সাহিত্যিক দীপান্বিতা রায় প্রমুখ।

ছোটদের ভোরের আলো

» কলকাতা বইমেলার লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে আলোক প্রকাশনীর টেবিলের পাশে প্রকাশিত হয়েছে শিশু কিশোর উপযোগী পত্রিকা 'ছোটদের ভোরের আলো'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন মানসী রায় চট্টোপাধ্যায়, অনামিকা মণ্ডল সেনগুপ্ত ও অতসী চক্রবর্তী। কুড়িটি গল্প, এগারোটি ছড়া, দু'টি ফিচার আছে। এছাড়াও আছে ছোটদের পাতা।

ড্রাইভ হৃদয়া কার র‍্যালি

» ড্রাইভ হৃদয়া সিজন ছয়-তে ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হল। উপস্থিত ছিলেন আমন ভর্মা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, বিক্রম ঘোষ, হৃদয়ার পক্ষে সুরজিৎ কালা, অপূর্ব বর্মন প্রমুখ। 'ড্রাইভ হৃদয়া কার র‍্যালি' সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জীবন বাঁচাতে এক শক্তিশালী অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পঞ্চাশটি ছোট্ট সুপারহিরোর হার্ট অপারেশন সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। এই বছর সুরজিৎ কালার সহযোগিতায় একটি আকর্ষণীয় ক্যালেন্ডার 'রফি অ্যান ইটারনাল দিল কানেকশন' প্রকাশ পেল, যাতে মহম্মদ রফির কিছু হৃদয়স্পর্শী গানের কথার পাশাপাশি নানা মুডের ছবি আছে। ১৯ জানুয়ারি, স্প্রিং ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল এই কার র‍্যালি।

মহানবীর মহাজীবন

» কলকাতা বইমেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল 'নতুন পয়গাম' পত্রিকার সীরাতুন্নবী সংখ্যা 'মহানবীর মহাজীবন'। নিতান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেলিম রেজা, শেখ গোলাম মোস্তফা, ওয়াসিফ আলি, নুর ইসলাম, বদরুদ্দোজা সাহেব, সামসুল আলম ও নতুন পয়গাম পত্রিকার সম্পাদক মুদাসসির নিয়াজ প্রমুখ। এই সংকলনের লেখকদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্পাদক বলেন, বিশ্বনবী (সাঃ)-এর সীরাতের ওপর অনেক বই আছে। কিন্তু এরকম বিষয়ভিত্তিক বই ছিল না। নতুন পয়গাম পত্রিকা সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছে। মহানবী (সাঃ) এর জীবনী ছাড়াও এতে আছে তাঁর সাম্যবাদী রাজনীতি, সুদবিহীন অর্থনীতি, ভারসাম্যপূর্ণ বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা নীতি, সুষম শিক্ষা নীতি, মানবিক শ্রমনীতি, কল্যাণকর স্বাস্থ্যনীতি, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর অধিকার, পোশাকবিধি ও তাঁর আধুনিক মনন এবং ভাবনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা, মানবাধিকার, দান সাদকা, যাকাত আদায় ও বণ্টন পদ্ধতি, প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতা, বিজ্ঞান ভাবনা, নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন, নারী স্বাধীনতা, দুর্নীতি নির্মূলে দাওয়াই, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস রোধে কার্যকর নীতিমালা ইত্যাদি প্রায় ৮০টা দিক। লিখেছেন প্রায় ৯০ জন। প্রকাশক সৃজন।

নজরুল-শব্দবাজি

» সম্প্রতি কলকাতার অক্সফোর্ড বুকস্টোরে এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসব এবং ছায়ানট (কলকাতা) যৌথভাবে আয়োজন করে নজরুল-শব্দবাজি। নজরুল সম্পর্কিত শব্দ নিয়ে বাংলা শব্দের খেলা ও আলোচনামূলক এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মইনুল হাসান, পণ্ডিত মল্লার ঘোষ, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মল্লিকা ঘোষ প্রমুখ। সোমঋতা মল্লিকের পরিচালনায় খেলা, আড্ডা ও পুরস্কারময় নজিরবিহীন এই নজরুল সন্ধ্যায় তরুণ প্রজন্মের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তন্ময় রায়চৌধুরীর পরিচালনায় বাংলা শব্দের নানা ধরনের খেলা, যেমন— নজরুল পাল্টি, নজরুল সমার্থকী, নজরুল লোপাট, নজরুল বর্ণকৌণিক, নজরুল মুড়োল্যাজাখাবলি খেলানো হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে নজরুলের লেখা হিন্দি গান পরিবেশন করেন ছায়ানটের শিল্পীরা। শব্দবাজি ছাড়াও এদিনের সন্ধ্যায় নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে তাপস চৌধুরীর পরিচালনায় বৈখরীর শিশুশিল্পীরা। নজরুল কবিতা পাঠে ছিলেন সুকন্যা রায়, দেবযানী বিশ্বাস, তিস্তা দে, ইন্দ্রাণী লাহিড়ী, শাশ্বতী ঘোষ, সিন্ধুজা গাঙ্গুলি, আর্যদ্যুতি ঘোষ, অর্ঘ্যদ্যুতি ঘোষ প্রমুখ।

উদার আকাশ

» ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলার নারায়ণ সান্যাল সভাঘরে উদার আকাশ প্রকাশনের একাধিক বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। বইগুলো হল অধ্যাপক ড. অর্ণব সাহা-র প্রবন্ধ সংকলন 'রাজনৈতিক কলাম : কর্তৃত্ববাদ বনাম আজকের ভারত', সামশুল আলম-এর গল্প সংকলন 'রূপের বাতি', আলমগীর রাহমান-এর কাব্যগ্রন্থ 'ফেক প্রোফাইলের বাগান বাড়ি', বৃন্দাবন দাস-এর কাব্যগ্রন্থ 'সত্যি সত্যি' অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আফসার আলির প্রবন্ধ সংকলন 'আমার সমাজ', অধ্যাপক ড. সা'আদুল ইসলাম-এর প্রবন্ধ সংকলন 'জাতির বিবেক অন্নদাশঙ্কর'। উদার আকাশ পত্রিকার বইমেলা বিশেষ সংখ্যা উদ্বোধন করেন কবি সুবোধ সরকার ও অধ্যাপক ড. গৌতম পাল।

গোবরডাঙা বইমেলা

» প্রভাবতী দেবী সরস্বতী মঞ্চে গোবরডাঙা বইমেলার উদ্বোধন করেন কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বই একটা জ্ঞানের আধার। গ্রন্থাগার হচ্ছে আদি অনন্তকাল ধরে জ্ঞানের ভাণ্ডার। বইমেলা হয় এদের সহায়ক। ছিলেন গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের যুগ্মসচিব কালিদাস বিশ্বাস, গ্রন্থাগারিক অর্চনা মণ্ডল প্রমুখ। বইমেলায় প্রবীণ-নবীনদের সঙ্গে কচিকাঁচাদের বই ঘাঁটার আগ্রহ দেখে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা খুব খুশি হন এবং তাঁরা আগ্রহ সহকারে বইবিপণি ঘুরে-ঘুরে দেখেন। এ-বছর গোবরডাঙা বইমেলা ২২ বছরে পা দিল। বইমেলা কমিটির সম্পাদক শংকর দত্ত, প্রবীর বিশ্বাস, মলয় বিশ্বাস প্রমুখ সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রোহিত ভাই ও বিরাট ভাই টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবেন কি না নিশ্চিত ছিলাম না: শুভমন

ফাইনালে আলকারেজ

রটারডাম : আরও একটা এটিপি খেতাব জয়ের দোরগোড়ায় কার্লোস আলকারেজ। ২১ বছর বয়সী স্প্যানিশ তারকা রবিবার রটারডাম ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন। বিশ্বের তিন নম্বর আলকারেজ সেমিফাইনালে কোর্টে নেমেছিলেন পোল্যান্ডের হুবার্ট হুরকাজের বিরুদ্ধে। তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ৬-৪, ৬-৭ (৫/৭), ৬-৩ ব্যবধানে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন আলকারেজ। এবার খেতাবি লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি'মিনাউর। অন্য সেমিফাইনালে অ্যালেক্স ইতালির মাতিয়া বেলুচ্চিকে ৬-১, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন। প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোটার্য়ার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন আলকারেজ।

এগোলেন গুকেশ

হামবুর্গ : জার্মানিতে আয়োজিত ফ্রিস্টাইল দাবা গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ডি গুকেশ। দাবা ইতিহাসে কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ রাউন্ড রবিন লিগের শেষ রাউন্ডে রবিবার হেরেছেন ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে। যদিও ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে আট নম্বরে থাকার সুবাদে ভারতীয় দাবাড়ু জায়গা করে নিয়েছেন শেষ আটে। এবার দুই ম্যাচের কোয়ার্টার ফাইনালে গুকেশের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন গ্র্যান্ড মাস্টার ফাবিয়ানো কারুয়ানা। এদিকে, কার্লসেনের সংস্থা ফ্রিস্টাইলের সঙ্গে ফিডের সংঘাত আরও চরমে। বিশ্বের নামী দাবাড়ুরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়াতে বেজায় ক্ষুব্ধ বিশ্ব দাবার সর্বোচ্চ সংস্থা ফিডে।

ফিরছেন সৌরভ

নয়াদিল্লি : গত ডিসেম্বরেই জানিয়েছিলেন, অবসর ভেঙে ফের পেশাদার স্কোয়াশে ফিরছেন। এবার সৌরভ ঘোষাল নিজের কামব্যাক ম্যাচের তারিখও জানিয়ে দিলেন। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি সিডনিতে বসছে ওকটেন সিডনি ক্লাসিক স্কোয়াশ। আর এই টুর্নামেন্টেই র‍্যাকেট হাতে দেখা যাবে সৌরভকে। এর জন্য জানুয়ারি মাসেই ফের পেশাদার স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ নিয়েছেন তিনি। সৌরভের বক্তব্য, ''আমার কামব্যাক টুর্নামেন্ট হবে সিডনি ক্লাসিক। এর জন্য জানুয়ারিতেই ফের পেশাদার স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ নিয়েছি। এরপর অন্য মেজর টুর্নামেন্টেও খেলব।''

মাদ্রিদ ডার্বিতে পয়েন্ট নষ্ট করে চাপে রিয়াল

মাদ্রিদ, ৯ ফেব্রুয়ারি : এসপ্যানিওলের কাছে হারের পর এবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ১-১ ড্র। লা লিগায় পরপর দু'টি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে চাপে রিয়াল মাদ্রিদ। এদিনের ড্রয়ের পর ২৩ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও, রিয়ালের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করল অ্যাটলেটিকো (২৩ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট) এবং বার্সেলোনা (২২ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট)।

বহুচর্চিত মাদ্রিদ ডার্বি শুরু থেকেই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে জমে উঠেছিল। বল পজেশনে রিয়াল এগিয়ে থাকলেও, ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল অ্যাটলেটিকো। যদিও ম্যাচের পর এই পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। নিজেদের বক্সে অ্যাটলেটিকোর স্যামুয়েল লিনোকে ফাউল করেছিলেন রিয়ালের আঁরেলিয়ে চুয়ামেনি। রেফারি ভিএআর পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি জুলিয়ান আলভারো। যদিও টিভি রিপ্লেতে দেখা গিয়েছে, ফাউলের আগেই লিনোর পা থেকে বল সরে গিয়েছিল।

মাদ্রিদ ডার্বিতে গোলের জন্য মরিয়া এমবাপে।

পিছিয়ে পড়ে আক্রমণের ঝড় তোলে রিয়াল। ৫০ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের গোলে ১-১ করেও দেয় তারা। ডান প্রান্ত থেকে অ্যাটলেটিকো বক্সে গড়ানে ক্রস বাড়িয়েছিলেন রডরিগো। জুড বেলিংহ্যামের পুশ বিপক্ষের এক ফুটবলারের গায়ে লেগে প্রতিহত হলে, ফিরতি বল জালে জড়ান এমবাপে। এর পরেই গোল করার অন্তত দুটো সুযোগ পেয়েছিল রিয়াল। কিন্তু একবার বেলিংহ্যামের হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসে। আরেকবার এমবাপের হেড সহজেই রুখে দেন অ্যাটলেটিকো গোলকিপার।

ম্যাচের পর ক্ষোভ উগরে দেন আনচেলোত্তি। রিয়াল কোচের বক্তব্য, ''আমি রেফারির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে চাই না। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিয়েছে ভিএআর। তবে ঘটনার সময় রেফারি খুব কাছেই ছিলেন। আমি সত্যিই হতাশ।''

ভূমিকম্পের পর মাঠে মেসি-ঝড়

এফএ কাপে লড়ে জয় সিটির

সান পেদ্রো ও লন্ডন, ৯ ফেব্রুয়ারি : ইন্টার মায়ামি বনাম হন্ডুরাসের ক্লাব অলিম্পিয়ার প্রি-সিজন ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় রাত ৮টা। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় উত্তর হন্ডুরাস কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে! রিখটাল স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৬। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে চেলাটোর ইউক্লেস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ছিল ম্যাচটা। সেখানে ভূমিকম্পের প্রভাব সেভাবে পড়েনি। ফলে নির্ধারিত সময়েই খেলা শুরু হয়।

বল নিয়ে এগোচ্ছেন মেসি।

তবে খেলা শুরু হওয়ার পর মাঠ কাঁপিয়ে দিলেন লিওনেল মেসি। নিজে একটি গোল করা ছাড়াও সতীর্থদের দিয়ে গোল করালেন আরও দু'টি। ইন্টার মায়ামি ম্যাচ জিতল ৫-০ গোলে। ২৭ মিনিটেই মেসির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। এরপর ৪৪ ও ৪৭ মিনিটে দুই সতীর্থ ফেদেরিকো রেদোন্দো ও নোয়া অ্যালেনকে দিয়ে গোল করালেন মেসি। ৫৮ মিনিটে ৪-০ করেন লুইস সুয়ারেজ। ৭৯ মিনিটে পঞ্চম গোলটি করেন রায়ান সেইলর। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি মেজর লিগ সকারে অভিযান শুরু করবে মায়ামি। তার আগে মেসির আগুনে ফর্ম মার্কিন ক্লাবের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। এদিকে, এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে ঘাম ঝরিয়ে জিততে হল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে। পেপ গুয়ার্দিওলার ফুটবলারদের রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল প্রতিপক্ষ লেইটন অরিয়েন্ট। যারা ইংল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশনের দল। ম্যাচের ৫৫ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে ম্যাচ জিতেছে ম্যান সিটি।

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে গেলেন সিন্ধু

এশীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ

গুয়াহাটি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রস্তুতি শিবিরে চোট। আর তাতেই আসন্ন ব্যাডমিন্টন এশীয় মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে গেলেন পিভি সিন্ধু। রবিবার এই খবর সোশ্যাল মিডিয়াতে জানিয়েছেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী সিন্ধু নিজেই।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে চিনের কুইংডাও শহরে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। ভারত রয়েছে গ্রুপ 'ডি'-তে। গ্রুপের বাকি দুই দল দক্ষিণ কোরিয়া ও ম্যাকাও। ভারতের প্রথম ম্যাচ ম্যাকাওয়ের বিরুদ্ধে। গত কয়েক দিন ধরে গুয়াহাটিতে চলছিল ভারতীয় শাটলারদের প্রস্তুতি শিবির। সেখানেই গত মঙ্গলবার চোট পান সিন্ধু। এদিন সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, ''অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ব্যাডমিন্টন এশীয় মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে দলের সঙ্গে যেতে পারছি না। গত ৪ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটিতে প্র্যাকটিস করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলাম। ফিট হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এমআরআই রিপোর্টে ধরা পড়েছে, চোট সারতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। তাই এই টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। দলের বাকি সদস্যদের জন্য শুভেচ্ছা। ওদের জন্য বাইরে থেকেই গলা ফাটাব।'' সিন্ধু ছিটকে যাওয়ার পর, আসন্ন এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ভরসা লক্ষ্য সেন, এইচ এস প্রণয়, চিরাগ শেঠি, সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডিরা।

আহত রাচিন, গদ্দাফির আলো নিয়ে চাপে পিসিবি

লাহোর, ৯ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ফের চাপে পিসিবি। এবার প্রশ্নের মুখে গদ্দাফি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট! শনিবার ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করার সময় ক্যাচ ধরতে গিয়ে আহত হন নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র। খারাপ আলোর জন্য শূন্যে ওঠা বল ঠিকঠাক দেখতে পারেননি কিউয়ি অলরাউন্ডার। বল সোজা গিয়ে লাগে তাঁর মুখে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছাড়েন রাচিন।

মাঠ ছাড়ছেন আহত রাচিন।

সরকারিভাবে এই নিয়ে কোনও বিবৃতি না দিলেও, গদ্দাফি স্টেডিয়ামের আলোর ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নিউজিল্যান্ড শিবির। কিউয়ি ক্রিকেটারদের দাবি, পর্যাপ্ত আলোর অভাবেই রাচিন চোট পেয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে আলোর গতিপথ নিয়েও। ফলে অস্বস্তিতে পিসিবি। এদিকে, কিউয়ি বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রাচিনের কপাল ফেটেছে। তবে চোট গুরুতর নয়। চিকিৎসা চলছে। প্রয়োজনে স্ক্যান করা হতে পারে পরে।

প্রসঙ্গত, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ব্যবস্থাপনা নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে পিসিবিকে। সময়মতো লাহোরের গদ্দাফি, করাচি এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো কতটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জন্য উপযুক্ত, তা নিয়ে বিতর্ক চলেছে। তড়িঘড়ি করে গদ্দাফি স্টেডিয়ামের অসমাপ্ত কাজ শেষ করা হলেও, এবার রাচিনের চোটের পর নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। নেটিজেনদের একাংশ তো দাবি তুলেছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচ পাকিস্তান থেকে সরিয়ে দুবাইয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনূর্ধ্ব ১৩ সাবজুনিয়র ডার্বিতেও ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। গোল করেন সাগ্নিক কুণ্ডু

মাঠে ময়দানে

10 February, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
সোমবার

অপেশাদারিত্বেই ডুবছে দুই ক্লাব

বাংলার পতাকা ওড়াচ্ছে শুধু মোহনবাগান

প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে পা রাখার পর পাঁচ বছর কেটে গেলেও এখনও প্লে-অফে খেলার সৌভাগ্য হল না ইস্টবেঙ্গলের। আরও একটা মরশুম ব্যর্থতার অন্ধগলিতে হারিয়ে লিগের শেষ দিকেই হয়তো শেষ করতে চলেছে লাল-হলুদবাহিনী। আর এক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং এবারই প্রথম আইএসএল গ্রহে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু ঢাল-তরোয়াল ছাড়া খেলতে নামলে যা হয়, তাই হচ্ছে। ১৯ ম্যাচ খেলে ১২টিতেই হেরে পয়েন্ট টেবলে লাস্ট বয় হয়ে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে। লজ্জা বাড়াচ্ছে দুই শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। যেখানে একমাত্র মোহনবাগানই মান বাঁচিয়ে রাখছে বাংলার পতাকা তুলে ধরে। লিগ-শিল্ড খেতাব ধরে রাখার পথে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

পেশাদারিত্বে ইস্টবেঙ্গল বহু ক্ষেত্রেই হয়তো টেক্কা দেবে মোহনবাগান ও মহামেডানকে। কিন্তু আইএসএলে ফুটবল দল পরিচালনার ক্ষেত্রে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট ডাহা ফেল। এবার তো লিগের প্রায় শুরুর দিকেই কোচ-

হারের পরদিনই প্র্যাকটিস শুরু মেসি বাউলিদের। (পাশে) ব্যর্থ ফ্রাঙ্কারা।

বিদায় হয়েছে। কার্লেস কুয়াদ্রাত সরে যাওয়ার পর আর এক স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজোকে আনা হলেও তাঁকে কার্যত 'পুতুল' করে রাখা হয়েছে। ছড়ি ঘোরাচ্ছেন দলের সিটিও (চিফ টেকনিক্যাল অফিসার)। অভিযোগ, তাঁর দাপট এতটাই যে নতুন বিদেশি নির্বাচনে মতামত দেন, পছন্দের এক এজেন্টের কাছ থেকে 'নিম্নমানের' বিদেশি সই করান, আনফিট ফুটবলারদের ভিড় বাড়ান দলে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও যেন রিহ্যাব সেন্টার। সিটিও নাকি খেলার আগে কোচকে পরামর্শ দেন, ম্যাচের বিরতিতে ড্রেসিংরুমে কোচের সঙ্গে রীতিমতো 'ফাইট' করেন এটা নিয়ে যে, কাকে নামানো উচিত আর কাকে নয়! আর ডাগ আউটে বসে কোচের কানে নাকি নানা মন্ত্রগুপ্তি দেন। কিন্তু একজন পেশাদার কোচ কেন তাঁকে এত গুরুত্ব দেবেন? ক্লাবের শীর্ষকর্তার 'প্রশ্রয়' রয়েছে, এমনটাই অভিযোগ। এমনকী ফুটবলারদের কেউ কেউ সিটিও-কে নিয়ে নাকি বেশ অসন্তুষ্ট! আইএসএলে দলের ভরাডুবির পিছনে তিনিও দায় এড়াতে পারেন না। ইনভেস্টর ইমামি ক্লাব ও টিম ম্যানেজমেন্টের উপর সব ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এই ব্যাপারে তারা নাকি 'অনভিজ্ঞ'।

মহামেডান অবশ্য মহামেডানেই আছে। ক্লাব কর্তারা পুরনো অভ্যাস বদলাতে পারেননি। দুই ইনভেস্টর বাঙ্কারহিল ও শ্রাচী স্পোর্টসের সঙ্গে মউ চুক্তির পরেও চারমাস ধরে শেয়ার হস্তান্তরের কাজ সম্পূর্ণ না করে শুধু নিজেদের ক্ষমতা উপভোগ করতে চেয়েছেন। বকেয়া না পেয়ে ফুটবলাররা বিদ্রোহ শুরু করার পর টনক নড়ে। ততদিনে যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আই লিগের মতো দল গড়ে আইএসএল খেলতে নামলে যা হয়, মাঠে তারই প্রতিফলন ঘটছে। তাই ডুবছে মহামেডানও। উড়ছে শুধু মোহনবাগান।

অঙ্কিতের সেঞ্চুরি, লড়ছে হরিয়ানা

সেঞ্চুরির পর অঙ্কিত। রবিবার ইডেনে।

প্রতিবেদন : ভরসন্ধ্যায় একগাল হাসি নিয়ে ইডেন থেকে বেরোলেন সূর্যকুমার যাদব। ক্লাব হাউসের গেটের বাইরে তখন বিশাল জনতা। সূর্য-সূর্য চিৎকারের মধ্যেই সাদা টিম বাসে উঠে গেলেন। কিন্তু বসলেন জানালার ধারে। যাতে ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়াতে পারেন।

তবে ইডেনে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনাল এখন ফিফটি-ফিফটি। হরিয়ানা হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ৫২ রানে পিছিয়ে। তার আগে মুম্বই করেছে ৩১৫। নট আউট থাকা তনুশ কোটিয়ান ৯৭ করে ফিরে গেলেন সুমিত কুমারের বলে। কিন্তু ১১৩-৭ থেকে মুম্বইকে টেনে তোলা অলরাউন্ডারের তাতে আফশোস নেই। দ্বিতীয় দিনের শেষে বলছিলেন, এরকম গত বছরও হয়েছিল। আমরা তিনশো পার করেছি। সেটাই আমার কাছে অনেক। অস্ট্রেলিয়ায় শেষ দুটি টেস্টে ভারতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন তনুশ। এবার সেরা ঘরোয়া ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন। তনুশ বলে গেলেন, এখানে প্রথম ইনিংসের লিড খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে না। ম্যাচ এখন সমান-সমান। অঙ্কিতকে (যাদব) ফিরিয়ে আমরা আবার ম্যাচে ফিরেছি।

এই অঙ্কিত এদিন ১৩৬ রান করে হরিয়ানাকে টেনেছেন। ইডেনে বল ঘুরছে না। কিন্তু মুম্বইয়ের বাঁ হাতি স্পিনার সামস মুলানি মোক্ষম সময়ে দুটো উইকেট নিয়ে মুম্বইকে ম্যাচে ফিরিয়েছেন। তনুশও নেন দুটি উইকেট। একটি উইকেট শার্দূল ঠাকুরের। বিনা উইকেটে ৮৭ রান তোলার পর হরিয়ান প্রথম উইকেট হারিয়েছিল। কিন্তু ১৬৮-১ থেকে দিনের শেষে তারা ২৬৩-৫। তনুশ বলে গেলেন সোমবারের সকাল খুব গুরুত্বপূর্ণ। হরিয়ানাকে তাঁরা সহজে বাকি রান তুলতে দেবেন না। এদিকে, রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় দিন বাকি তিন ম্যাচের একটিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ২৮০ রানের জবাবে কেরল ২০০-৯ করেছে। সৌরাষ্ট্রের ২১৬ রানের উত্তরে গুজরাট ২৬০-৪ করে ভাল জায়গায় রয়েছে। এছাড়া বিদর্ভ ৩৫৩ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করার পর তামিলনাড়ু চাপে পড়েছে ১৫৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে। হাতে ৪ উইকেট নিয়ে তামিলনাড়ু এখনও ১৯৪ রানে পিছিয়ে।

যুবভারতীতে হকির ছাড়পত্র

প্রতিবেদন: বাংলার মুকুটে নতুন পালক। আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ আয়োজনের ছাড়পত্র পেল কলকাতা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল মাঠ সংলগ্ন নতুন তৈরি হওয়া হকি স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রোটার্ফ বসানো হয়েছে। রয়েছে দর্শকাসনও। হকি বেঙ্গলের তরফে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার দেওয়া শংসাপত্র-সহ এক বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, 'কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার ক্যাটেগরি-২ শংসাপত্র পেয়েছে। হকির উন্নতিতে আরও এক ধাপ।'

নেতৃত্বে দীপ্তি

লখনউ, ৯ ফেব্রুয়ারি: আসন্ন ডব্লুপিএলে ইউপি ওয়ারিয়র্সকে নেতৃত্ব দেবেন দীপ্তি শর্মা। অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। গত মরশুমে ইউপি টিমের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব সামলেছেন দীপ্তি। রবিবার ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ভারতীয় দলের অলরাউন্ডারের নাম অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

আইপিএল ভেনুতে সেলিব্রিটি ম্যাচ নয়

কড়া নির্দেশিকা বোর্ডের

প্রতিবেদন: আইপিএলের আগে সব মাঠের পিচ এবং আউটফিল্ড যেন ভাল অবস্থায় থাকে। তার জন্য ৪০ দিন আগে সিএবি-সহ বাকি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলিকে নির্দেশিকা মেইল করে পাঠিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ডের স্পষ্ট বার্তা, শুধুমাত্র রঞ্জি ট্রফির নক আউট ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে আইপিএল ভেনুকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে কোনও স্থানীয় ক্রিকেটের ম্যাচ বা প্রাইভেট লিগের খেলা করা যাবে না। ১ মার্চ সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগের (সিসিএল) ফাইনাল ইডেনে করার পরিকল্পনা ছিল আয়োজকদের। বোর্ডের ফতোয়ায় সেটা আর হচ্ছে না।

চিঠিতে বোর্ডের নির্দেশিকায় রয়েছে, মাঠের মূল স্কোয়ার, উইকেট এবং আউটফিল্ড ব্যবহার করা যাবে শুধু রঞ্জি ট্রফির নক আউট ম্যাচের জন্য। দ্বিতীয়ত, মাঠের মূল স্কোয়ার, আউটফিল্ড স্থানীয় ম্যাচ, লেজেন্ডস লিগ, সেলিব্রিটি ক্রিকেটের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তৃতীয়ত, অনুশীলনের জন্য এখনই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে মূল পিচ ও আউটফিল্ড ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। আইপিএল ম্যাচের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় পিচ এবং আউটফিল্ড সুরক্ষিত রাখার জন্য এটি অপরিহার্য। প্রসঙ্গত, ২১ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএল। ইডেনে কেকেআরের প্রস্তুতি শুরু করার কথা ১১ মার্চ।

মৌমিতার সোনা

প্রতিবেদন: উত্তরাখণ্ডে ৩৮তম জাতীয় গেমসে রবিবার আরও তিনটি পদক জিতল বাংলা। দিনের সেরা পারফরম্যান্স মৌমিতা মণ্ডলের। সোনা ও রুপো জিতলেন তিনি। মেয়েদের লং জাম্পে ৬.২১ মিটার লাফিয়ে সোনা এবং ১০০ মিটার হার্ডলসে ১৩.৩৬ সেকেন্ড সময় করে রুপো পেলেন মৌমিতা। এদিন জোড়া ব্রোঞ্জও এসেছে বাংলার ঘরে। টেনিসের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন বাংলার নীতিন সিনহা ও যুবরানি বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঁচে বাংলা

প্রতিবেদন : ৬৮তম ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় দারুণ ফল করল বাংলা। সব বিভাগ মিলিয়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করেছেন বাংলার প্রতিযোগীরা। এই প্রথমবার প্রথম দশে জায়গা করে নিল বাংলা। গোটা টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড কনভেনর বিজন সরকার। পাশাপাশি তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে।

অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ জয়

অস্ট্রেলিয়ার জয়ের মুহূর্ত।

গল, ৯ ফেব্রুয়ারি : ১৪ বছরের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে শ্রীলঙ্কার মাঠে টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল অস্ট্রেলিয়া। এর আগে ২০১১ সালে শেষবার দ্বীপরাষ্ট্রের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। স্টিভ স্মিথের নেতৃত্বে রবিবার গলে আয়োজিত দ্বিতীয় টেস্ট ৯ উইকেটে জিততেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা। দু'ম্যাচের সিরিজ তারা জিতেছে ২-০ ব্যবধানে।

শনিবার দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ৮ উইকেটে ২১১। রবিবার ২৩১ রানেই ইনিংস গুটিয়ে দেন অস্ট্রেলীয় বোলাররা। বাঁ হাতি স্পিনার ম্যাট কুনেম্যান ও অফস্পিনার নাথান লিয়ন ৪টি করে উইকেট ঝুলিতে পোরেন। ২ উইকেট নেন ম্যাথু ওয়েবস্টার। এরপর জেতার জন্য ৭৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ট্রাভিস হেডের (২০) উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৭.৪ ওভারেই জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। উসমান খোয়াজা ২৭ ও মার্নাস লাবুশেন ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা অ্যালেক্স ক্যারি। সিরিজের সেরা স্মিথ।

মাঠে ময়দানে
10 February, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তীব্র গরম, কটকে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচে জল স্প্রে করা হল গ্যালারির দর্শকদের গায়ে

হিটম্যানেই বাজিমাত, সঙ্গে সিরিজ

ইংল্যান্ড ৩০৪ (৪৯.৫ ওভার)
ভারত ৩০৮/৬ (৪৪.৩ ওভার)

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : জাদেজার ব্যাট থেকে এল জয়ের রান। কিন্তু কটক জনতার চোখ তাঁকে খুঁজছে। তিনি রোহিত শর্মা। এতক্ষণ বসেছিলেন গম্ভীরের পাশে। রিল্যাক্সড মুডে। ধরা পড়ল টিভির পর্দায়। রাহুল, হার্দিক আউট হতেই সামান্য টেনশন তৈরি হয়েছিল। পরে কেটে গিয়ে ৪ উইকেটে জয়। সঙ্গে সিরিজ। অক্ষর নট আউট থেকে গেলেন ৪১ রানে।

কটকের মাঠে ভারতের খালি হাতে ফেরার বেশি রেওয়াজ নেই। রবিবাসরীয় রাতেও ভারত জিতল ৩৩ বল বাকি রেখে। সঙ্গে প্রাপ্তি রোহিতের ফর্ম। সেটাও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঠিক আগে। ম্যাচের পর রোহিতকে দেখে বোঝা গেল মাথার উপর থেকে বিশ মনি বোঝা নেমে গিয়েছে। আর তাঁকে প্রতিদিন নতুন করে পরীক্ষার সামনে বসতে হবে না!

রশিদকে বাউন্ডারির ওপারে ফেলে দিয়ে রোহিত বোধহয় ব্যাট তোলা নিয়ে দোনোমনায় ছিলেন। শেষপর্যন্ত তুললেন। বরাবটিতে তখন উদ্বেল জনতা। এই ব্যাট তাঁদের জন্য। কিন্তু সেঞ্চুরির উচ্ছ্বাস? ৩৩৯ দিন পর রান। একদিনের ক্রিকেটে ৩২তম সেঞ্চুরি। তবে ৩৩৯ দিন ধরে তিনি যে অন্তহীন খোঁচার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, তা এক সেঞ্চুরিতে যায় কী করে! কী করে ভুলবেন পণ্ডিতরা অবসরের দিনক্ষণ পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছিলেন। চাপের মুখে

আরও এক ছক্কা, সেঞ্চুরির পথে রোহিত।

অসহায় হিটম্যান অস্ট্রেলিয়ায় শেষ টেস্টে নিজেকে সরিয়ে পর্যন্ত নিয়েছিলেন।

বিরাট-রোহিতরা যেমন একদিনে উঠে আসে না, তেমনই কয়েকটা ম্যাচে রান না পেলে মুছেও যায় না। কিন্তু বুঝবে কে! ৭৬ বলে সেঞ্চুরির পর হিটম্যান হয়তো সেসবই ভাবছিলেন? না হলে এমন দিনে এত নিরুত্তাপ কেন। এমনকী রশিদের দুর্দান্ত ক্যাচে যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখনও ব্যাট তোলেননি। ৯০ বলে ১১৯। ১২টি চার, ৭টি ছক্কা।

৩০ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে রোহিত আগেই বুঝিয়ে দেন, বরাবটি আজ তাঁর। ইংল্যান্ডের ৩০৫ তাড়া করতে গিয়ে এটাই দরকার ছিল। ভারত যখন ৪৮/০, তখন মাঠের আলো নিভে গিয়ে চরম বিপত্তি। রোহিতরা ড্রেসিং রুমে ফিরে যান। তবে আলো জ্বলার পর ফিরে এসে খেললেন স্বমেজাজে। শুভমন ৬০ করে দলকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। রোহিত ও তাঁর জুটিতে ১৩৬ রান। কিন্তু কাঁটা থেকে গেল বিরাটের (৫) রান না পাওয়া। পরে রাহুল (১০) ও হার্দিক (১০) ফিরে যাওয়ায় চাপ তৈরি হয়েছিল। তার আগে শ্রেয়স রান আউট হয়ে গিয়েছিলেন ৪১ রানে।

ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক বিরাট খেলছে বলে দেওয়ার পর খটকা বেড়েছিল। বিরাট কার জায়গায় আসবেন। দুটো নাম নিয়ে নড়াচড়া ছিল। যশস্বী জয়সওয়াল আর শ্রেয়স আইয়ার। তবে শ্রেয়স যেহেতু নাগপুরে রান করেছিলেন, তাই বসতে হল যশস্বীকেই। আরও একটা পরিবর্তন। বরুণ এলেন কুলদীপের জায়গায়। তিনি নজরে। ১২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা। বরুণের নাম থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদিন একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হল বরুণের।

নাগপুরে হারের পর বাটলারের দলের কড়া সমালোচনা হয়েছে। নাসের হুসেন বলেছেন, ইয়ন মর্গ্যান সাদা বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ড দলকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে এখন অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। বাটলার তাঁর বক্তব্য জেনেছেন? না হলে টসে জিতে এত ভাল শুরু করলেন কী করে। ইংল্যান্ডের প্রথম উইকেট পড়েছে ৮১ রানে। যখন ফিল সল্ট (২৬) আউট হয়েছেন। সেটাই বরুণের প্রথম ওডিআই উইকেট।

বেন ডাকেট (৬৫) আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে গেলেন। বাটলার (৩৪) সেট হয়েও পান্ডিয়াকে উইকেট দিয়ে যান। কিন্তু হ্যারি ব্রুকের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। ম্যাচের পর ম্যাচ যাচ্ছে, বেচারার রান তাঁর নামের সঙ্গে জুতসই হচ্ছে না। এদিন যেমন ৫২ বলে ৩১ রান করলেন। হর্ষিত রানা তাঁকে তুলে নেন। টি-২০ সিরিজে ব্রুক রান পাননি। একদিনের সিরিজে থিতু হয়ে উইকেট দিয়ে আসছেন।

ইংল্যান্ড ইনিংসে সব থেকে বেশি রান করলেন জো রুট (৬৯)। তাঁর রান বাটলারের দলের কাছে আশীর্বাদ। ইংল্যান্ড যে শেষপর্যন্ত ৩০৪ রান করতে পারল সেটা তাঁর জন্য। লাল বলে রুট কি করতে পারেন সবাই দেখেছেন। এখন সাদা বলেও দলকে নির্ভরতা দিচ্ছেন। রুটকে জাদেজা ফেরানোর পর ইংল্যান্ড ইনিংসে আর রান পেলেন লিভিংস্টোন (৪১)। ভারতীয়দের মধ্যে সবথেকে সফল জাদেজা। তিনি ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ব্যাট হাতে তিনি নট আউট থাকলেন ১১ রানে।

বরুণের নজির

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : কটকে আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচে অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই নজির গড়লেন বরুণ চক্রবর্তী। ভারতের দ্বিতীয় বয়স্কতম ক্রিকেটার হিসাবে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হল তাঁর। বরুণের বয়স ৩৩ বছর ১৬৪ দিন। তাঁর থেকে বেশি বয়সে মাত্র একজন ভারতীয় ক্রিকেটারের একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল। তিনি ফারুক ইঞ্জিনিয়ার। ১৯৭৪ সালে ৩৬ বছর ১৩৮ দিন বয়সে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের প্রথম একদিনের ম্যাচ খেলেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। এই তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকর। ১৯৭৪ সালে ৩৩ বছর ১০৮ দিন বয়সে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছিল তাঁর। এদিকে, অভিষেক একদিনের ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় ওভারেই ফিল সল্টকে আউট করেন বরুণ। ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৫৪ রানে ১ উইকেট নেন তিনি।

নেই বেথেল

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে মাঠে নামার আগেই ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড শিবির। চোট পেয়ে সিরিজের বাইরে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার জ্যাকব বেথেল। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে তৃতীয় ম্যাচের আগেই ইংল্যান্ড থেকে উড়ে আসছেন সামারসেটের টম ব্যান্টন। তিনি ইংল্যান্ডের হয়ে এখনও পর্যন্ত ৬টি একদিনের ম্যাচ এবং ১৪টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। ২৬ বছর বয়সী ব্যান্টন মূলত উইকেটকিপার-ব্যাটার। এক বিবৃতিতে ইংল্যান্ড বোর্ড জানিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচের জন্য সামারসেটের টম ব্যান্টনকে স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে। প্রথম একদিনের ম্যাচ খেলার সময় বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন জ্যাকব বেথেল। তিনি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। বেথেলের বিকল্প হিসাবে নেওয়া হয়েছে ব্যান্টনকে।

কিউয়িরাও কাঁটা ভারতের : অশ্বিন

চেন্নাই, ৯ ফেব্রুয়ারি: আসন্ন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ও নিউজিল্যান্ডকে শক্তিশালী দল হিসেবে বেছে নিলেন স্পিন কিংবদন্তি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চোট আঘাতে ধাক্কা খেলেও অস্ট্রেলিয়াকে হালকাভাবে না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সদ্য অবসর নেওয়া টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা। তবে অশ্বিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, আইসিসি টুর্নামেন্টে বারবার ভারতের পথে কাঁটা হওয়া নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে রোহিত শর্মাদের।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, ''ভারতের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অন্যতম শক্তিশালী দল নিউজিল্যান্ড। টিম সাউদি এবং ট্রেন্ট বোল্টের মতো পেসার না থাকায় হয়তো ওদের বোলিং আক্রমণ নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু ম্যাট হেনরি, উইলিয়াম ও'রৌরকে, বেন সিয়ার্স রয়েছে। হেনরির সঙ্গী কে হবে জানি না! তবে ওদের অভিজ্ঞ স্পিন আক্রমণ। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে মাইকেল ব্রেসওয়েল এবং গ্লেন ফিলিপস রয়েছে। স্যান্টনার ওর অস্ত্রগুলো নিয়ে কীভাবে রণকৌশল তৈরি করে সেটা দেখার। নিউজিল্যান্ড নিশ্চিতভাবেই শক্তিশালী দল। ওরা ভারতের অন্যতম চ্যালেঞ্জার।''

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজলউড, মার্কাস স্টয়নিস, মিচেল মার্শের মতো তারকাকে টুর্নামেন্টে পাবে না অস্ট্রেলিয়া। অশ্বিন বলছেন, ''স্টিভ স্মিথ অধিনায়ক। ওর সঙ্গে হেড, ম্যাক্সওয়েল, লাবুশেন কি দলকে সেমিফাইনালে তুলতে পারবে? আমি সবসময় বিশ্বাস করি, অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন দল। বড় টুর্নামেন্টে ওরা সেরা খেলাটা তুলে আনে। ওদের বোলিং বিভাগে কিছু সমস্যা থাকলেও অনেক কিছুই নির্ভর করবে স্মিথের ফর্ম ও নেতৃত্বের উপর।''

সেঞ্চুরির পর রোহিত। রবিবার কটকে।

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : হিটম্যান ইজ ব্যাক! রবিবার বরাবটি স্টেডিয়ামে হাজির ক্রিকেটপ্রেমীরা সাক্ষী রইলেন রোহিত শর্মার ৩২তম ওডিআই সেঞ্চুরির। প্রায় আড়াই বছর পর একদিনের ক্রিকেটে একশো করলেন ভারত অধিনায়ক। তাঁর শেষ ওডিআই সেঞ্চুরি এসেছিল সেই ২০২৩ সালের অক্টোবরে। কোটলায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে।

টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই সময়টা ভাল কাটছিল না রোহিতের। নিউজিল্যান্ডের কাছে দেশের মাটিতে ০-৩ ব্যবধানে হারের লজ্জা। এরপর অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাট হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়া।

দল হিসাবে রোজ উন্নতি করতে চাই

ম্যাচ জিতিয়ে রোহিত

দেশে ফিরে মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জিতেও রান পাননি। ফলে ঘরে-বাইরে প্রবল সমালোচিত হচ্ছিলেন। যদিও রবিবার ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন হিটম্যান।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে তিনি বলে গেলেন, ''দলের জন্য রান করতে পারে খুশি। ভাল লাগছে, ক্রিজে অনেকটা সময় কাটাতে পারে। সিরিজ জয়ের সুযোগ থাকায় এই ম্যাচের আলাদা গুরুত্ব ছিল।'' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজ জয় যে ভারতীয় শিবিরে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে, সেটা মেনে নিয়ে রোহিতের বক্তব্য, ''দল হিসাবে প্রতিদিন উন্নতি করতে চাই। আগের ম্যাচেও একই কথা বলেছিলাম। কোচ ও অধিনায়ক কী চাইছে, সেই সম্পর্কে যতক্ষণ দলের ক্রিকেটারদের পরিষ্কার ধারণা থাকবে, ততক্ষণ কোনও চিন্তা নেই।''

নিজের ব্যাটিং নিয়ে রোহিত বলেছেন, ''নিজের ব্যাটিংকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম। এই ফরম্যাট টি-২০ থেকে বড় কিন্তু টেস্ট থেকে ছোট। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করতে হয়। চেয়েছিলাম পুরো ফোকাস ধরে রাখতে। যতটা সম্ভব বেশি সময় ক্রিজে কাটাতে চেয়েছিলাম।'' তিনি আরও বলেন, ''ব্যাটের মাঝখান দিয়ে শট খেলা গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ডের বোলাররা আমার শরীর লক্ষ্য করে বল করছিল শুরুতে। শট খেলার জায়গা দিতে চাইছিল না। আমিও নিজের ব্যাটিং পরিকল্পনায় কিছুটা বদল আনি। চেষ্টা করেছি, ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজে বের করার। সফলও হয়েছি।'' শুভমন গিলের প্রশংসা করে রোহিত বলেন, ''গিল দুর্দান্ত ক্রিকেটার। কোনও পরিস্থিতিতেই চাপে পড়ে না। ওর সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করি।''